মানসী

শশধর দত্ত

আদিত্য প্রকাশালয়

২৮, জাষ্টীস মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

আদিত্য প্রকাশালয়, ২৮. জাষ্টিস্ মন্মথ মুখার্জ্জী রো, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীহরিপদ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীনরেন্দ্র নাথ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

*

* *

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার ক্ষণকাল পূর্বে, দক্ষ পটুয়ার তুলিতে আঁকা স্বপ্নমানসী, অসামান্যা তরুণী অষ্টাদশী মেয়ে, শ্রীমতী কল্পনা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল, "ছিঃ, ছেলেমানুষের মত অমন করে কাঁদতে নেই। আমার কথা রাখো, কেঁদো না! বিদায়ক্ষণে তোমার চোখের জল দেখে আমি যে সেখানে মুহূর্তের জন্য শান্তি পাব না। হয়তো তুমি ভাবছ, আমি বোধ হয় চিরকালের জন্য তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি, তাই না? ওগো, না, না, না। আমি মুহূর্তেরও জন্য কোনদিন তোমার কাছ ছাড়া হব না। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, তোমাকে আমি চোখে চোখে রাখব। তারপর তোমার এখানের কর্তব্য শেষ হ'লে, আবার দু'জনে যেমন সুখে ছিলাম, তেমনি সুখে থাকব। আবার দুজনে হাসবো খেলবো, আনন্দে গা ভাসাবো।

সত্যেন উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "তোমাকে ছেড়ে আমি যে একটা দিনও থাকতে পারব না, কল্পনা।"

"পারবে গো পারবে।" কল্পনা স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "আমাকে শুধু দেখতে পাবে না, বই ত নয়! আমার অনুভূতি, আমার সান্নিধ্যের স্পর্শহীন স্পর্শ পেয়েও কি তুমি বুঝতে পারবে না যে, আমি তোমার কাছে কাছে আছি? হয়ত তুমি বলবে, তাও কি কখনও হয় না হতে পারে? একথা কি কেউ এক কথায় মানতে চায়। আমিও জানি তুমি তা মানো না, বিশ্বাস করো না যে, পরলোক বলে একটা জায়গা আছে, আরও বিশ্বাস করো না যে, মৃত্যু আর কিছু নয়, শুধু আধারের পরিবর্তন মাত্র। ঐ দূরে চেয়ে দেখ, পরলোক যদি নেই, আত্মা যদি চিরস্থায়ী না হয়, তবে কেন আমার মা, আমার বাবা আমার ছোট ভাইটি—যারা আমাকে ছেড়ে অনেক আগেই চলে গিয়াছিল, তারা কেমন হাসিমুখে আমায় নিতে এসেছে আদর করে ডাকছে।" বলিতে বলিতে তরুণী কল্পনার মুখে এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া উঠিল।

যুবক সত্যেন প্রিয়তমা পত্নীর মুখে পরলোকত্বের রহস্যপূর্ণ বাণীগুলি বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রবণ করিতেছিল। স্ত্রীর এই তথ্যপূর্ণ আলোচনায় সে এত বেশী অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে, কে যেন তাহার সমস্ত ভাষার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে কেবল নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অসহায় শিশুর মত জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীর লাবণ্যময় মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে তাহার উপদেশামৃত পান করিয়া যাইতেছিল।

সে বলিতে লাগিল, "এই যে যাই মা, যাই। বাবা এখনই আমি যাচ্ছি। ওরে সোনার-ধন, তোর বুঝি আর সবুর

সইছে না, ভাই ? একটু সবুর কর,—এই যে এলাম বলে। তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না ভাই, তোমারই মতন আর একজন আমার অন্তর জুড়ে বসে রয়েছে—তাকেও তো সান্ত্বনা দিয়ে যেতে হবে। অবুঝ হোসনি ভাই, আমি এখুনি যাচ্ছি। এখানকার যা কিছু পাওনা দেনা শোধ করে এখনি তোদের সঙ্গে গিয়ে নতুন করে মিলতে যাচ্ছি।

বলিতে বলিতে তাহার স্তিমিত দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। সে কিছু বলিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সক্ষম না হওয়ায় তাহার মস্তক বালিশ হইতে গড়াইয়া একদিকে পড়িয়া গেল।

ধনবানের প্রাসাদ হাহাকার ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিল। ধনবান যুবক সত্যেন, 'কল্পনা', 'আমার কল্পনা' বলিতে বলিতে মৃত পত্নীর উপর সম্বিত হারাইয়া পড়িয়া গেল। কোন সান্ত্বনা কোন লোকলজ্জা তার হৃত সম্বিতকে জাগ্রত করিতে পারিল না।

এই ভাবে বহু সময় অতিবাহিত হইবার পর সত্যেন যেন তাহার হৃত সম্বিতকে ধীরে ধীরে ফিরিয়া পাইতে লাগিল। মুদিত চক্ষুকে উন্মিলিত করিয়া দেখিল, তাহার প্রিয়তমা তাহাকে চির জীবনের জন্য একা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একথা ভাবিতে সে ছেলেমানুষের মত কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কান্না দেখিয়া সমবেত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না পরস্পরের অলক্ষ্যে সকলের অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শবযাত্রীরা বিব্রত বোধ করিল। কিন্তু এই পরিবেশকে ভঙ্গ করিবার মত কোন পথই তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে সত্যেন যখন ঈশ্বরের বাস্তব

বিধানকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিল, তখন সে তাহার মানসী প্রতিমা কল্পনার মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। চতুর্দিকে একবার তাহার অর্থহীন দৃষ্টি বুলাইয়া প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নী কল্পনার ফেলে যাওয়া আধারটি লইয়া যাইবার জন্য শবানুগমন-কারীদের আদেশ দিয়া নিজে স্থানান্তরে গেল।

*   *

উপরোক্ত ঘটনার পর তিনটি মাস অতিবাহিত হইয়াছে। ধনীর সন্তান, যুবক সত্যেন গত তিনটি মাসের প্রথম দুইটি মাস প্রিয়তমা পত্নীর শোকে উন্মাদপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। সংসারে বিধবা মাতা ও একটি কুমারী ভগ্নী ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় তাহার ছিল না। সত্যেনের স্বর্গত পিতা, পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ-সম্পদ, কলিকাতায় বিশ পঁচিশ খানা ভাড়া-বাড়ী ও বাস করিবার জন্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বিধবা মাতা করুণাময়ী, সবগুণবতী ও পরমাসুন্দরী পুত্রবধূকে আপন কন্যার মত এমন ভালবাসিতেন যাহা দেখিয়া প্রতিবেশীরা গোপনে বিরূপ আলোচনা করিত।

তিনি পুত্রকে অবিরাম সান্ত্বনা দিয়া চতুর্থ মাসে যখন দেখিলেন পুত্র অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে, তখন দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার জন্য সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানে গোপনে ঘটক নিযুক্ত করিলেন।

সত্যেন ছিল উচ্চশিক্ষিত সর্বগুণান্বিত সুদর্শন যুবক। তাহার সাহস ছিল যেমন সীমাহীন, দৈহিক শক্তিও ছিল সেইরূপ অপরিমেয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর বহির্মহলে তাহার ড্রইংরুমে বসিয়া অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিজয়ের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছিল। বিজয়ও ধনীপুত্র এবং উচ্চশিক্ষিত যুবক। কিন্তু বিবাহে

তাহার রুচি না থাকায়, যে কুমার জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহা পূর্ণমাত্রায় এযাবত পালন করিয়া চলিতেছিল। সে নিজেকে অবিবাহিত রাখিয়াছিল বলিয়া কোন বিবাহিতাকে অশ্রদ্ধা করিত না।

সত্যেন বলিতেছিল, "তিন মাস চলে গেল, বিজু, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর কথা রাখলেন না ভাই? কল্পনা বলেছিলেন যে, অহর্নিশি আমার কাছে কাছে থাকবেন, তাঁর উপস্থিতির অনুভূতি, সান্নিধ্যের স্পর্শহীন স্পর্শ আমি অনুভব করতে সক্ষম হব। কিন্তু কৈ, স্বপ্নেও ত তাঁকে একটি বারও দেখতে পেলাম না বিজু?"

বিজয় কহিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হলেও একথা বলা সহজ যে, তিনি যখন কথা দিয়ে গেছেন তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ নিশ্চয়ই তিনি দেখা দেবেন ভাই।

সত্যেন সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, তুমি কি পরলোক আছে, বিশ্বাস করো না।"

বিজয় কহিল, "আমি এইটুকু বিশ্বাস করি, যদি পুনর্জন্ম না থাকে, পরলোক না থাকে, তা'হলে অনেক কিছু সমস্যাই অসমাধিত থেকে যায়। কিন্তু বৌঠান কেন যে তাঁর প্রতিশ্রুতি এখনও রক্ষা করছেন না, বোঝা কঠিন সমস্যা সত্যেন। হয়তো এমনও হতে পারে, তোমার মন পরলোক সম্বন্ধে ঘোর অবিশ্বাসী বিধায় তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করতে এত বিলম্ব ঘটছে। আমার মনে হয় মনকে যদি সরল পথে আনতে পার তা হলে তাঁর প্রচেষ্টার পথকে সুগম করতে পারবে বলে আমার ধারণা।"

সত্যেন ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কহিল, "হয়তো তোমার কথার ভিতর সত্যতা কিছু আছে, বিজয়। আমি যে পরলোক বাদ ও জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করি না, তা কল্পনাও বিশেষ ভাবে জানতেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকটি মিনিট পূর্বে, তিনি আমার এই বিশ্বাসহীনতার কথা উল্লেখ করে পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বহু কিছু তথ্য পূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখন উপায় কি, বিজু ?"

বিজয় ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "আমাকে অন্য প্রশ্ন কর, বন্ধু। তবে আমি এই বলতে পারি যে, তিনি যখন চলে গেছেন, তখন আর কিছুতেই ফিরে আসতে পারেন না। পৃথিবীর জীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন জীব কখনও যে আধার এখানে ফেলে গেছে, সেই আধারে আবার ফিরে এসেছেন, এমন উদাহরণ যখন নেই, তখন বৃথা আলোচনায় সময় অপব্যয় করবার সার্থকতা কোথায়ও আমি খুঁজে বার করতে পাচ্ছি না, বন্ধু ?"

সত্যেন কহিল, "একই আধারে নেইবা কল্পনা ফিরে এলেন, বন্ধু। জল পাত্রভেদে জলই ত থাকে, বিজু। তেমনি আমি যদি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে, কল্পনার অতুলনীয় দেহ-আধারটুকুই নষ্ট হয়েছে, তিনি ভিন্ন-আধারে সমভাবে বর্ত্তমান আছেন, তা' হলেই আমি সকল শোক সকল বেদনা, যা থেকে আমি মুহূর্ত্তেরও জন্য পরিত্রাণ পাচ্ছিনা, তা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে আবার পরম সুখে সুখী হ'তে পারব। কিন্তু প্রশ্ন আমার এই যে, এমন কে এবং কোথায় শক্তিমান

মহাপুরুষ আছেন, যিনি আমার মনের সকল সন্দেহ ও সকল প্রশ্নের সমাধান ক'রে আমাকে প্রকৃত সত্যালোকের পথ-প্রদর্শন করবেন, বিজু ?”

বিজয় দৃঢ়স্বরে কহিল, “নিশ্চয়ই তেমন মহাত্মা সাধুপুরুষ আছেন, সতু। একটা মিথ্যা কখনও চিরকাল টিঁকতে পারে না, সত্যেন। আজ আমরা যা ধারণা করতে পারি না, তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই বলে দম্ভ প্রকাশ করি এবং নিজেদের উপহাসাস্পদ ক'রে ফেলি। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এখনও শত-শহস্র এমন মহাপুরুষ আছেন, যাঁদের কণামাত্র কৃপালাভ করলে, আমাদের মনের সকল অন্ধকার সত্যরূপ রবিকিরণে মুহূর্তের ভিতর লয় পেয়ে যাবে, সত্যেন।”

সত্যেন কোন উত্তর দিল না। সে সোফার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া পদদ্বয় সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিল। বিজয় কোন প্রশ্ন না করিয়া, পকেট হইতে সিগারেট-কেসটি বাহির করিয়া, তাহার ভিতর হইতে একটি সিগারেট বাছিয়া লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল ও কৌচের উপর হেলান দিয়া বসিয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া ধূমপান করিতে করিতে সত্যেনের প্রশ্নগুলি লইয়া রোমন্থন-করিতে লাগিল।

প্রায় দশ-বারো মিনিট পরে সত্যেন যেন সত্যের সন্ধান পাইয়াছে এইরূপ দেহ ভঙ্গী করিয়া পরে চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়া ডাকিল, “বিজু ?”

বিজয় যে ভাবে বসিয়াছিল, একই ভাবে থাকিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, বল।"

সত্যেন শোফার উপর সোজা হইয়া বসিল। সে কহিল, "চল, আমরা সেইরূপ একজন মহাপুরুষের সন্ধানে বার হই— যিনি আমাদের মনের সকল সন্দেহ দূর ক'রে দিয়ে আমাদের চিরতরে নিঃসংশয় করে তুলতে পারবেন। বল, বিজু, তুমি যাবে?"

বিজয় বন্ধুকে নিজ প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। সত্যেন যদি তাহাকে বাঘের মুখে যাইতে বলিত, তাহা হইলেও কোনরূপ দ্বিধা করিত না। সে কহিল, "কবে তুমি যেতে চাও, বলো সতু?"

সত্যেন সহসা উৎসাহভরে কহিল, "যত শীঘ্র আয়োজন শেষ করা যায়, বিজু। ধরো, যদি আগামী শনিবার দিন আমরা দিল্লী মেলে যাত্রা করি, তবে কি তোমার কোন অসুবিধা হবে?"

বিজয় কহিল, "কিছুমাত্র না। তুমি যদি শান্তি পাও সান্ত্বনা লাভ করো, তবে আমার পক্ষে এতটুকুও বাধা কোন স্থানেই দেখতে পাবে না, বন্ধু। তবে কথা হচ্ছে জ্যেঠীমাকে নিয়ে। জ্যেঠীমা কি তোমাকে এ সময়ে কোথাও যেতে দিতে রাজী হবেন সত্যেন?"

সত্যেন কহিল, "সে ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দাও, বিজু। কিন্তু তার আগে আমরা কোথা থেকে অনুসন্ধান আরম্ভ করব, সে প্রোগ্রামটা এখানে বসে তৈরী করে নিয়ে তবে বেরুনো উচিত, ভাই?"

বিজয় কহিল, "কাশীধামের আর হরিদ্বারের মত সাধু-মহাত্মা-মহাপুরুষের প্রাচুর্য ভারতের অন্য কোথাও আছে কি-না তা আমার জানা নেই। তবে ঠিক লোক চিনে নেওয়াই হবে আমাদের পক্ষে ঘোরতর সমস্যা। কিন্তু দয়াময় বিশ্বনাথ যদি তোমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে এখানেই অর্থাৎ এই কাশীধামেই তোমার সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস, সত্যেন।"

"বেশ, তাই হোক, ভাই।" এই বলিয়া সত্যেন ভৃত্যকে-ডাকিবার জন্য কলিং বেল বাজাইল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ভৃত্য সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রভুর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সত্যেন কহিল, "আমাদের জন্য দু' কাপ কফি আর দু' প্লেট কেক্ ও মিষ্টান্ন নিয়ে আয়, যদু।"

ভৃত্য যদু, দীর্ঘ তিন মাস পরে প্রভুকে কফি ও খাদ্যের জন্য অর্ডার দিতে শুনিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া দ্রুতকণ্ঠে কহিল "এখনই নিয়ে আসছি, হুজুর।" এই বলিয়াই সে দৌড়িয়া ড্রইংরুম হইতে বাহির হইয়া গেল।

সত্যেন বিজয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "কল্পনার সঙ্গে একদিন এই বিষয়ে আলোচনা করবার সময়, কল্পনা বলেছিলেন, 'বহু সাধু পুরুষ, সাধারণ বেশে কাশীধামের গঙ্গা-তীরে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু তাঁদের চিনে নেওয়াই অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা নাকি মানুষের মনের আকুলতা বুঝতে পারেন,

মানুষের অধীরতা, শোক, দুঃখ বেদনা অনুধাবন ক'রে স্বেচ্ছায় অযাচিত-ভাবে ধরা দিয়ে থাকেন। তাই ভাবছি, হয়তো এই হতভাগ্যের প্রতি তাঁরা কৃপাপরবশ হয়ে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।"

বিজয় কহিল, "বৌঠান সত্য কথাই বলেছেন, সতু। তোমার মনের আকুলতা সবজ্ঞ মহাত্মারা জানতে পেরে তোমাকে কৃপা করতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করবেন না ভাই। তবে তোমার ভিতর মলিনতা থাকলে তোমার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ সম্ভবপর না'ও হতে পারে। কথাটা নিষ্ঠুর হলেও বোঝবার আছে, ভাই।"

"না, বিজু।" সত্যেন কহিল, "আমাকে অমন করে ভয় দেখিও না, ভাই বিজয়। সত্যিই তুমি জান না আমার হৃদয়দেবীকে বিয়ে অবধি আমার মনোভাবের যে কিরূপ বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে, তা একমাত্র আমি আর আমার অন্তর্যামীই ভাল জানেন, ভাই।"

এমন সময়ে দুইজন ভৃত্য সত্যেন ও বিজয়ের জন্য কফি প্রভৃতি লইয়া আসিয়া একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর সজ্জিত করিয়া দিল ও ড্রইংরুমের বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সত্যেন কহিল' "এস, বিজু, কফি না ঠাণ্ডা হয়ে যায় আবার।"

সত্যেনের কথা শুনিয়া বিজয় বিস্ময়বোধ করিল। বিস্ময়ের ভাবটিকে কাটাইয়া ভাবিতে লাগিল, যে সত্যেন এতদিন নিজের

শরীরের দিকে একবার ফিরেও তাকায় নাই সর্বদা স্ত্রীর চিন্তায় বিভোর থাকে, আজ সেই সত্যেন অপরের ভ্রম সংশোধন করিতেছে। সাধু মহাপুরুষ দর্শনের আশা তাহাকে নিশ্চয়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কোন অজুহাতেই তাহার এই বাসনার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত হইবে না।

বিজয়ের চিন্তাপথে বাধা দিয়া সত্যেন পুনরায় কহিল, "আকাশ পাতাল অত কি ভাবছ ভাই বিজু কফি যে ঠাণ্ডা হয়ে এল।"

"না ভাবতে কি দেখছ তুমি সত্যেন? এই বলিয়া সে দ্বিতীয় কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া কাপে চুমুক দিল।

দুই বন্ধু বহুদিন পরে একত্রে আহার করিতে বসিল। তখনকার মত দেখিলে অতি সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তিতে অনুমানও করিতে পারিবে না যে পত্নীবিয়োগে একেবারে ভেঙ্গে পড়া সেই সত্যেন আর এই সত্যেন একই মানুষ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে সাধু মহাপুরুষদের সাহচর্য ও আশীর্বাদ লাভ করতে চলেছে এই উত্তেজিত আনন্দে তার সারা মুখ ক্ষণে ক্ষণে স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। এযাবত ইচ্ছা সুখে কোন দিনই সে খায় নাই, যাহা খাইয়াছে তাহা খাইতে হয় তাই খাইয়াছে। খাইয়াছে শুধু বাঁচিয়া থাকার আশায় আরাধ্যা দেবী দর্শনের নেশায়। কিন্তু আজিকার খাওয়ার মধ্যে না আছে জীবন ধারণের প্রশ্ন না আছে দেবী দর্শনের আকুতি। আছে শুধু সাহচর্য ও আশীর্বাদ লাভের উদগ্র বাসনা।

*

*   *

সত্যেনের মাতা করুণাময়ী দেবী যখন শুনিলেন যে, পুত্র তাহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বিজয়ের সহিত কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে, তখন তিনি বাধা দান করিলেন না। সত্যেন বিজয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মাতার নিকট তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারা কয়েক সপ্তাহের জন্য পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে যাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। সে বলিয়াছিল "বাড়ীতে মন কিছুতেই শান্ত হ'তে চাইছে না, মা। তুমি যদি আদেশ দাও তবে বিজয়ের সঙ্গে পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-মণ্ডিত জায়গাগুলো বেড়িয়ে দেখে আসি। তাতে হয়তো মনেও শান্তি ফিরে পেতে পারি আর দেহেও বল সঞ্চয় করতে পারি।"

করুণাময়ী বিশেষভাবেই জানিতেন যে পত্নী-বিয়োগে পুত্র কিরূপ প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে। তিনি পুত্রের সঙ্গে তাহাকে দেখাশুনা ও সেবা করিবার জন্য ভৃত্য, পাচক ও একজন কর্মচারী দিতে চাহিয়া ছিলেন। সত্যেন তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "না, মা, আমরা দু'জনেই যাবো। আমরা যেখানে যখন যাবো, সেখানেই প্রথম শ্রেণীর হোটেলে বাস করব। আমাদের সঙ্গে লোক জন থাকলে আমরা স্বাধীনভাবে

ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারব না। কাজেই ঝামেলা বাড়াবার চেষ্টা আর কোরনা মা।”

করুণাময়ী বিজয়কে পুত্রের মত ভালবাসিতেন। তিনি ভাবিলেন যে বিজয় যখন পুত্রের সহিত থাকিবে, তখন তাঁহার চিন্তা করিবার অথবা উৎকণ্ঠিতা হইবার কোন হেতুই নাই। সুতরাং একটি শুভদিন দেখিয়া দুই বন্ধু সেদিন দিল্লী মেল রিজার্ভ করা প্রথম শ্রেণীর দু'টি বার্থ অধিকার করিল। উভয়ে একটি অতি বৃহৎ সুটকেশে প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি জিনিষপত্রে পূর্ণ করিল ও হোল্ডলে শয্যা মাত্র সঙ্গে লইল।

সত্যেনের মাতা করুণাময়ী, ভগ্নী স্বপ্না ও দুইজন ভৃত্য এবং বিজয়ের আত্মীয় স্বজন হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া বিদায় আশীর্বাদ ও সাবধানে থাকিবার জন্য বার বার বলিয়া দিতে লাগিলেন। মেল ট্রেন যাত্রা আরম্ভ করিলে, সকলে হাত তুলিয়া শেষ আশীর্বাদ করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

করুণাময়ী বিজয়ের একখানি হাত ধরিয়া মেল ট্রেন ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে বলিয়াছিলেন, “বাবা. বিজয়, সত্যেনকে বর্তমান অবস্থায় একমাত্র তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে বুক বেঁধে থাকতে পারি। তুমি আমার সতুর দিকে সর্বদা দৃষ্টি রেখো বাবা, বিজয়।” বলিতে বলিতে তিনি অঝোর ধারায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে কান্নার বেগ থামিতে বহু সময় লাগিয়াছিল।

বিজয় বলিয়াছিল, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জেঠীমা। আপনার সতুর সঙ্গে আমি মুহূর্তেরও জন্য সঙ্গ ছাড়া হব না। তাকে আমি চোখে চোখে রাখব।”

সত্যেন ম্লান হাস্য মুখে বলিয়াছিল "মা, আমাকে তুমি এখনও তোমার সেই শিশুটিই ভাব কিন্তু......"

করুণাময়ী সাশ্রু নয়নে বলিয়াছিলেন, "ওরে সতু, তোকে যে আমি কি ভাবি, কোন চোখ দিয়ে দেখি তা দয়াময় মদনমোহনই জানেন!" এই বলিয়া তিনি গোপনে অশ্রু সম্বরণ করিয়া অশ্রুমুখী কন্যা স্বপ্নার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "নে তোর দাদাদের প্রণাম কর, স্বপ্না। এখনই হয়ত ট্রেন ছেড়ে দেবে মা।

স্বপ্না প্রথমে অগ্রজকে ও পরে বিজয়কে প্রণাম করিয়া বিজয়ের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "আমার দাদাকে শিগ্গীর ফিরিয়ে আনবেন কথা দিন। নইলে কেঁদে রাত দিন এক করব তা আপনাকে বলে দিচ্ছি। বলিতে বলিতে সোনার বরণ স্বপ্নার মুখখানি অশ্রুভারে রাঙ্গিয়া উঠিল।

বিজয় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এবার স্বপ্নার কমনীয় মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "তোমার দাদা সুস্থ হইলেই তাকে ফিরিয়ে এনে তোমাদের হাতে তুলে দেবো স্বপ্না। দু'দিন দেরীই যদি হয়ে যায়, তার জন্য ভেবোনা তুমি। জানবে. দাদার মঙ্গলের জন্যেই দেরী হচ্ছে।"

মেল ট্রেন দুর্দম বেগে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিতেছিল। বিজয় ও সত্যেনের সে কামরাতে অন্য কোন যাত্রী ছিল না। সত্যেন একখানি পুস্তক পাঠ করিবার জন্য উদ্যত হইলে বিজয় কহিল, "আজ বই পড়া বন্ধ থাক, সতু। এস আমাদের ভ্রমণ প্রোগ্রামটা এইবেলা একটু ঠিক করে নিই।"

হস্তধৃত পুস্তকখানি স্যুটকেশের উপর রক্ষা করিয়া সত্যেন সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, প্রোগ্রাম ত ঠিক হয়ে আছে বিজু ? নূতন করে আব কি করতে চাও বল।"

বিজয় কহিল, "আমার মনে হয় কাশীধামের লোকারণ্যের ভেতর আমরা আসল বস্তুকে চিনিতে পারব না। তুমি ত পরিব্রাজক নরেন দাশকে চেনো, সতু ?

সত্যেন কহিল, "হাঁ, চিনি। কিন্তু এখন তাঁর কথা কেন, বিজু ?"

আমি একদিন তাঁকে কথায় কথায় প্রকৃত সাধু ও মহাত্মাদের কোথায় দেখতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি মৃদুহাস্য মুখে উত্তর দিলেন, "আপনার মনের ওপর সব কিছু নির্ভর করে, বিজয়বাবু। আপনি যদি অনন্যমনা হয়ে কোন সাধু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে পারেন, আপনার মনকে যদি নিষ্ঠা সহকারে প্রচণ্ড আকর্ষণে কোন মহাত্মাকে দর্শন করবার জন্য আকৃষ্ট করতে পারেন তবে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, সেখানেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে। অপনাকে স্থানান্তরে যেতে হবে না, এক জায়গায় বসেই সব পাবেন।"

সত্যেন কহিল, "ওসব বড়ো বড়ো উপদেশ অনেকে দিতে পারে বিজয়। কিন্তু কাজে তা' পূর্ণ করতে পারে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিতে।"

বিজয় কহিল, "আমি ঠিক ঐ উত্তরই মিঃ দাশকে দিয়েছিলাম, সতু। আমি আরও বলেছিলাম যে আপ

বিখ্যাত পরিব্রাজক। আপনি পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ পর্যটন করেছেন। আমি শুধু জানতে চাই যে, ভারতের কোন্ স্থানে প্রকৃত সাধু ও মহাত্মারা বেশী সংখ্যায় বাস করে থাকেন? আমি কোনরূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ চাইনি মিঃ দাশ।" আমার কথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন যে তিনি অন্যায় করেছেন, তিনি ভুল উত্তর দিয়েছেন। এই ব'লে তিনি মুহূর্তকয়েক নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন, "হরিদ্বার মহাক্ষেত্রই হচ্ছে, সাধু ও মহাত্মাদের অতীব প্রিয়স্থান, বিজয়বাবু। আপনি যদি তাঁদের দর্শন করতে যান, তবে সোজা হরিদ্বারে চলে যান। সেখানে গেলেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

সত্যেন আগ্রহভরে কহিল, "তাহলে তুমি এখন কি স্থির করেছ তাই বল।"

বিজয় কহিল "স্থির করবার মালিক তুমি, সতু। তুমি যদি এখন সিদ্ধান্ত কর যে আমরা আর কোথাও না গিয়ে সোজা হরিদ্বারেই যাব, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি থাকবে না, ভাই।"

সত্যেন কহিল, "আমাদের টিকিট ত বেনারস অবধি করা হয়েছে? এ টিকিট দেখিয়ে ত আর হরিদ্বার পৌঁছান যাবে না। টিকিটের যা হয় ব্যবস্থা ত আমাদের করলে হয়, বিজু।"

"সেজন্য আট্কাবে না, বন্ধু। আমরা মোগলসরাইয়ে পৌঁছে অনায়াসে হরিদ্বারের টিকিট নিতে পারব। তবে

মিঃ নরেন দাশের কথা এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি, সত্ু! তিনি আরও বললেন যে, আপনি যদি পারলৌকিক কোন বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে চান, তবে আমি আপনাকে এমন এক মহাত্মার সন্ধান দিতে পারি যে, আপনি শান্ত ও শুদ্ধ মন নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেই তিনি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেবেন। তবে তাঁর কাছে যাওয়ার আগে ঐ কয়টি বিষয়ে নিজেকে ঠিক করে যেতে হবে।"

সত্যেন আগ্রহভরে কহিল, "বল কি বিজু! এতক্ষণ ত সে কথা বলোনি! কে তিনি?"

বিজয় কহিল, "তিনি থাকেন হিমালয়ে। সিমলা পাহাড়ে উপস্থিত হয়ে, সেখান থেকে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস ছোট সিমলার প্রায় বিশ মাইল পূর্বে এই মহাত্মার আশ্রম। তাঁকে সেখানকার সকলে স্বয়ম্ভূ বাবা ব'লে সম্বোধন করে থাকে। তাঁর মত করুণাময় দয়ালু সন্ন্যাসী কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি নাকি কারুর কোন প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না।"

সত্যেন কহিল, "মিঃ নরেন দাশ কি নিজে এই মহাত্মার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।"

বিজয় কহিল, "হাঁ, সতু! তিনি বললেন যে, আমি পরিব্রাজক-জীবন গ্রহণ করে, প্রথমে তিনবার ভারতভূমি ভ্রমণ করি। দ্বিতীয়বার ভ্রমণকালে, আমি ছোট সিমলায় উপস্থিত হয়ে, স্বয়ম্ভু বাবার নাম শুনি। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করি। তারপর তাঁর সঙ্গে

দেখা করে বলি, প্রভু, সংসার বলতে আমার কিছু নেই, আমাকে আপনার চরণে ঠাঁই দিন। জীবনের বাকী কয়টা দিন আপনার সেবা করে এখানেই কাটাতে চাই।"

সত্যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কহিল, "হাঁ, তারপর?"

বিজয় কহিল, "তারপর স্বয়ম্ভু বাবা, মিঃ দাশের দিকে চেয়ে মৃদু হাস্যমুখে বললেন, "তোমার এখনও কর্মফল ভোগের সব শেষ হয়নি, নরেন। তুমি দরিদ্র সন্তান হলেও তোমাকে এখনও একাধিক বার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করতে হবে। তুমি যখন তোমার সব কিছু ত্যাগ করে রিক্ত হয়ে যাবে তখন এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ভারতভূমি পরিভ্রমণ করতে তোমার প্রায় বিশ বৎসর সময় লাগবে তার পর আবার এসে দেখা করবে, তখন তোমার সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করে দেখব।"

সত্যেন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল "মিঃ নরেন দাশ কি পুনশ্চ গৃহী হয়েছেন, বিজয়?"

বিজয় কহিল, "হাঁ, ভাই। নরেন দাশ মাত্র ছয় মাস পূর্বে বিবাহ করেছেন এবং পূর্ণ উদ্যমে সংসার-ধর্ম পালন করছেন।"

সত্যেন মুগ্ধ বিস্ময়ের সাহিত কহিল, "চল বিজু কোনরূপ অন্যমত না করে আমরা সিমলা পাহাড়ে সোজা যাই, চল। মোগলসরাইয়ে তুমি টিকিট দু'খানা বদ্‌লে নাও, ভাই। আমার মন বলছে, আমার আশা এই মহাত্মা সয়ম্ভু বাবাই পূর্ণ করতে পারবেন। কিন্তু, এই কাহিনী তুমি গতকাল আমাকে বলোনি কেন?"

বিজয় কহিল, "বলবার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম, সতু। গত রাত্রে যখন আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম, তখন রাত্রি ১১টা বেজে গেছে। আমাকে একজন ভৃত্য জানালে যে একজন সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া বসনধারী ব্যক্তি দেখা করতে এসেছেন। আমি তাড়াতাড়ি ড্রইংরুমে গিয়ে দেখি মিঃ দাশ বসে অপেক্ষা করছেন। তারপর আজ প্রাতে মিঃ দাশের সমস্ত কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম, বন্ধু। সবে মাত্র এখনই তাঁর সে সব কথা স্মরণ হ'ল আমার।"

সত্যেন কহিল, "দয়াময় মদনমোহনের কৃপায় এমন অমূল্য সংবাদ লাভ করে, আমার মনে হচ্ছে বিজু, আমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করবেন। তুমি টিকিট দু'খানা বদলে নেবার ব্যবস্থা করো, বিজয়। হাঁ, আমরা ত বর্ধমানেই ডিনার করব ?"

বিজয় কহিল, "আজ রাত্রে আর আমরা হোটেলে আহার করব না, সতু। কেননা জেঠীমা এত খাবার দিয়ে গেছেন, আমরা দু'জনে দু'দিন খেয়েও খাবার শেষ করতে পারব না, ভাই। তোমাকে কি দেব ?"

সত্যেন কহিল, "গত প্রায় চার মাস যাবৎ ক্ষুধা, নিদ্রা যে কিরূপ বস্তু তা' ক্বচিৎ অনুভব করেছি, বিজয়। আজ মন আমায় বলছে যে, স্বয়ং দয়াময় মদনমোহন আমাদের মত দু'টি পথহারা যুবককে পথের সন্ধান জানিয়েছেন, নইলে মিঃ নরেন দাশই বা কেন আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রার পূর্ব

মুহূর্তে অযাচিতভাবে তোমার বাড়ীতে যাবেন এবং আমাদের পথ প্রদর্শন করবেন ?"

বিজয় কহিল, "সবই তাঁর কৃপা, সতু।"

সত্যেন কহিল, "নিশ্চয়ই বন্ধু। তা'ছাড়া কল্পনা—আমার কল্পনাই তা'র অজ্ঞ স্বামীকে সাহায্য করবার জন্য পরলোক থেকে অহর্নিশি সচেষ্ট হয়েছেন। একথা স্বীকার না করে আর পারছি না, ভাই।"

এমন সময় ট্রেন বর্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। প্ল্যাটফর্মের উপর চক্ষু বুলাইয়া লইয়া বিজয় কহিল "কথায় কথায় আমরা বর্ধমানে পৌঁছে গেছি, ভাই। ট্রেনখানি অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবে। এস, আমরাও এবার আহার পর্ব শেষ ক'রে নিই, সত্যেন।"

সত্যেন শান্তকণ্ঠে কহিল, "সকলকে ফাঁকি দিয়ে পারা যায়, কিন্তু পেটটাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, ভাই। মেজাজ ঠিক রাখতে, চিন্তাধারাকে সতেজ রাখতে ওটা যখন না হলে নয় তখন অকারণ বিলম্ব করে দরকার নেই। এস, ও ঝামেলাটা চুকিয়েই ফেলা যাক।"

দুই বন্ধুতে যখন আহার পর্ব চালাইতেছিল, তখন কেহ কোন কথা বলে নাই। আহার পর্ব সমাধা করিয়া আপন আপন আসনে উপবেশন করিতেই ট্রেনখানি বর্ধমান ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরবর্তী ষ্টেশন অভিমুখে তীব্রবেগে ছুটিতে লাগিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিজয়ই প্রথমে কথা বলিল। সে

বলিল, এখনও আমাদের অনেক পথ যেতে হবে ভাই, সত্যেন। একে রেল জার্নি তার ওপর রাত্রি জাগরণ একত্র-যোগে এ দুয়ের অত্যাচার শরীরটার ওপর চালান উচিত হবে না। ঘুম হোক না হোক খাওয়া দাওয়ার পর একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও মন ও শরীর দুজনেই একটু বিশ্রাম পাবে। তাছাড়া নিজেদের আলোচনাকে যখন মীমাংসার পথে আনা যাচ্ছেনা, তখন তা থেকে নিষ্কৃতি নেওয়াই ভাল। বরং যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা দুর্গম পথের পথিক সেজেছি, এ গুরু দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়াই হবে আমাদের বর্তমানের কর্তব্য, এস দুজনে মিলে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক্।

অলস কণ্ঠে সত্যেন কহিল, "অন্ধের যষ্টির মত তোমাকেই অবলম্বন করে স্নেহময়ী মায়ের বুকখানা খালি করে বাড়ীর বার হয়েছি ভাই, বিজু। আমার স্বাচ্ছন্দ্যের সবটুকু দায়িত্ব মা আমার তোমার ওপরই ন্যস্ত করেছেন। কাজেই অবোধ শিশুর মত তোমার বাক্য অবহেলা করা আমার উচিত হবেনা, ভাই।"

"একটু সরে বস। হোল্ডলের বিছানাটা আমি ঠিক করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া বিজয় নিজের ও সত্যেনের হোল্ডল খুলিয়া বিছানা বিছাইয়া সত্যেনকে শয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া নিজে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

*

*   *

দিল্লী মেল পরদিন প্রত্যূষে মোগলসরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে, সত্যেন ও বিজয় ব্রেকফাষ্ট সারিয়া লইল। সত্যেনকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিজয় টিকিট দুইখানি সিমলা অবধি পরিবর্তিত করিয়া লইল।

মেল ট্রেন পুনশ্চ ছুটিতে আরম্ভ করিলে, সত্যেন তাহার হস্তধৃত সংবাদ পত্রখানি হইতে চক্ষু তুলিয়া সহসা দেখিল, মূল্যবান সাটিনের আলখাল্লা ও পোষাকে সজ্জিত এক সৌম্যদর্শন সাধু-পুরুষ তাহাদেরই সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সাধু পুরুষটি চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া আপন করাঙ্গুলি জপ করিতেছেন। কোন কিছুতেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে হয় যেন তিনি বহু সময় ধ্যানমগ্ন আছেন।

সত্যেন প্রবল ভাবে হতচকিত হইয়া গেল। কারণ মোগল-সরাই হইতে মেল ট্রেনখানি ছাড়িবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে সে প্রথম শ্রেণীর কামরার নিকট পর্যন্ত আসিতে দেখে নাই। সত্যেনের দৃষ্টি বিজয়ের উপর নিবদ্ধ হইতে দেখিল, বিজয় সাধু পুরুষটির নিকট হইতে প্রায় তিন হাত দূরে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া এক মনে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে।

সত্যেনের দৃষ্টি পুনশ্চ সাধুর উপর নিবদ্ধ হইলে, সে দেখিল যে, সাধুর মুখে ক্ষণে ক্ষণে এমন এক অনবদ্য আভাস ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। তাঁহার দিক হইতে কিছুতেই চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া যায় না। সত্যেন এরূপ পরিস্থিতিতে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া ডাকিল "বিজয় ?"

বিজয় সচকিত হইয়া ফিরিয়া বসিল ও তাহার দৃষ্টি সাধুর উপর আকৃষ্ট হইলে, সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং সে যে সাধুর প্রতি এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, তাহা ভাবিয়া অতিশয় লজ্জিত ও মনে মনে ব্যথিত হইয়া উঠিল। সত্যেন চক্ষুর ইঙ্গিতে বিজয়কে তাহার নিকট আসিতে বলিল। বিজয় ধীর পদে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সত্যেন নতস্বরে সাধুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, "ইঁনি কখন এবং কোথায় উঠলেন তা লক্ষ্য করেছিলে কি, বিজয় ?"

বিজয় বিস্মিত হইল। সে নত এবং অপেক্ষাকৃত দৃঢ় স্বরে কহিল "নিশ্চয়ই মোগলসরাইয়ে উঁনি উঠেছেন।" তারপর ত আর কোথাও মেল ট্রেনখানি দাঁড়ায়নি সত্যেন। কিন্তু তুমিও কি গাড়ীখানি মোগলসরাই ষ্টেশন ত্যাগ করার সময় ওঁকে উঠতে দেখ নি ?"

সত্যেন কহিল, "না। তুমিও কি দেখনি ?"

"উঁহু! আমি দেখিনি বলেই ত তোমায় জিজ্ঞাসা করেছি তুমি দেখেছ কিনা।" বিজয় কহিল "খুব সম্ভব আমি যখন টিকিট দু'খানা বদল করবার জন্য গিয়েছিলাম, হয়ত সেই

অবসরে উনি এসেছেন। কিন্তু তোমার ত লক্ষ্য করা একান্ত সমীচীন ছিল, বন্ধু।"

"কিন্তু আমিত দেখিনি, ভাই বিজয়।" সত্যেন কহিল, "আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, আমাদের উভয়ের অলেক্ষ্যে ইনি ট্রেনে উঠলেন কিরূপে?"

"বাজে ব'কো না, সতু। আজকাল তুমি বেশ একটু আত্মভোলা হয়ে পড়েছ।" বিজয় কহিল, "কারণ তোমার মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করেছে, তা'তে তোমার পক্ষে কোন কিছু লক্ষ্য করাই আরও বিস্ময়কর ব্যাপার।" এই বলিয়া সে মৃদু হাস্য করিল।

এমন সময়ে সাধু পুরুষটি তাঁহার চক্ষুদ্বয় উন্মিলীত করিলেন। তিনি হাস্যমুখে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে উভয় বন্ধুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, তোমরা চিন্তিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছ, বাবা, না? মানুষের অবাধ্য মন এমনি ভাবেই সব মানুষকে প্রতারণা ক'রে থাকে, বাবা! তুমি কোন জিনিষের দিকে চেয়ে থেকেও যেন কিছু দেখতে পাচ্ছ না, তোমার দৃষ্টি এমন অর্থহীন হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় ত প্রায়ই তুমি পড়ে থাকো বাবা। কিন্তু তুমি তা' মোটেই লক্ষ্য করো না। মানুষ যেদিন তা'র মনের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারবে, সেদিন সে মানুষ এমন শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে যে, জগতের কোন কিছুই আর তা'র নিকট অসম্ভব বলে ধারণা হবে না।"

সত্যেন ও বিজয় উভয়েই সাধুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

সত্যেন কহিল, "মনের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার কিরূপে লাভ করা যায়, প্রভু।

সাধুর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কোনও বিশেষ একটি উপায়ের কথা আমি জানি না, বাবা। এই মনকে আপন বশে আনবার সাধনায় আমার জীবনের পূর্ণ পঞ্চাশটি বছর যে কখন অতিবাহিত, হয়েছে, তার আমি কিছুই জানতে পারিনি। মন বড় দুর্দান্ত, মনের মত শক্তিবান বস্তু, মানুষের ভিতর বিধাতা আর দ্বিতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয় না, বাবা। এইজন্যে মনকে যাঁরা আয়ত্ব করতে পেরেছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে এই দুর্দম বেগে ধাবমান মেলট্রেনকে নিমেষের ভিতর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। মুহূর্তের ভিতর উল্কাবেগে ধাবমান ট্রেনের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। তিনি সবই পারেন। বলেছি ত, পারেন না এমন কোন কিছুই বিধাতা সৃষ্টি করেন নি, সত্যেন।

সত্যেন ও বিজয় উভয়েই সাধুর মুখে সত্যেনের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া আরও চমকিত হইয়া উঠিল। সাধুর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এটুকুর জন্য এতখানি বিস্মিত হওয়া ত তোমাদের মত শিক্ষিত যুবকের পক্ষে সমীচীন হল না, বাবা।" এই বলিয়া তিনি বিজয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার নাম যে বিজয় তা আমি সত্যেনকে তোমার নাম ধরে আহ্বান করতে শুনে তখনই বুঝে ছিলাম।" সত্যেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আর তোমার ঐ সুটকেশটায় 'সত্যেন বাসু' লেখা রয়েছে দেখেই মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম

তোমার নাম সত্যেন। আশা করি, এইবার তোমাদের সবকিছু বিস্ময়, বিমূঢ় ও সংশয় ভাব দূর হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।"

সত্যেনের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল। সে এইবার অপেক্ষাকৃত সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, "আপনি এখন কোথায় যাত্রা করেছেন, প্রভু ?"

সাধু কহিলেন- "এখন পর্যন্ত তা জানি না বাবা। কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় কোন নির্দিষ্ট ও নির্দেশিত স্থানে যেতে হবে, এখন পর্যন্ত ঠিকরূপে জানতে পারিনি সত্যেন। তবে সেই স্থানে যেতে হবেই, বাবা।

সত্যেন কহিল, "অথবা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে কিনা, জোর-গলায় কি তা' বলা চলে, প্রভু ?"

"কেন চলবে না বাবা, খুব চলে ?" সাধু কহিলেন "তোমার মনে যে ভুল ধারণা বাসা বেঁধে আছে, তাড়াতাড়ি তা' ভেঙ্গে ফেল সত্যেন। তোমার এই অবিশ্বাসী মন নিয়ে তুমি যতদিন থাকবে ততদিন তুমি নিজেও শান্তি পাবে না এবং যাঁদের সঙ্গে তোমার অন্তরাত্মার সংযোগ আছে, তারাও শান্তি পাবে না।"

সত্যেন কহিল, "কিন্তু প্রভু ওসব যে আছে তা' সম্যকরূপে' সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে না দিলে কিরূপে তা বুঝতে পারব, প্রভু ?"

সন্ন্যাসীর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সব জিনিষ কি তুমি স্বচক্ষে দেখে তবে বিশ্বাস করতে চাও, সত্যেন ? আমাদের যদি প্রতিটি বস্তু স্বচক্ষে দেখে, পরীক্ষা ক'রে তবে তাকে মান্য করতে হয় তবে তুমি বল সত্যেন, আমরা

আমাদের এই অল্প-পরমায়ু বিশিষ্ট জীবনে ক'টি বস্তুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পরিচয় স্থাপন করতে পারি? তা' ছাড়া স্বচক্ষে দেখার ভিতরও যে বিড়ম্বনা আছে তা' ত আমার এখানে উপস্থিতিই তোমাদের কাছে প্রমাণ করেছে। তবে দেখ ওসব সংস্কার যত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, ততই যেমন নিজের পক্ষে এবং তেমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে শান্তিদায়ক ও মঙ্গলকর হবে, বাবা।"

সত্যেন বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করিতেছিল। সে কহিল, "আপনি কি বিশ্বাস করেন প্রভু, যে পরলোক আছে? মানুষের আত্মা অমর।"

সাধুর সৌম্যমুখে এমন একটি অপূর্ব ও অনবদ্য হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া সত্যেন ও বিজয়ের সারা হৃদয় পরম স্নিগ্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সাধু বলিতে লাগিলেন "আমি বিশ্বাস করি কি না সেই দু'টি জ্বলন্ত সত্যকে, সত্যেন? যে সত্যের সাধনায় পরমায়ুর প্রতিটি ক্ষণ ব্যয়িত হচ্ছে আমার? আরও কতদিন হবে তা তিনিই বলতে পারেন। কাজেই তোমার ও-প্রশ্নের সমাধান হবে সাধনার দ্বারা, অবিশ্বাসী মনের দ্বারা নয়। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, তুমি তোমার মনকে মেকী না রেখে খাঁটী করার সাধনা করো। যতক্ষণ তুমি তোমার মনকে আপন বশে আনতে পারছনা, ততক্ষণ তুমি কোন প্রশ্নেরই সমাধান করতে পারবে না। কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ না করা অবধি তোমার মন সে জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তোমার এ ধারনা এবং বিশ্বাসকে কোন যুক্তির দ্বারাই আমি মেনে নিতে পারছি না।

সন্দিগ্ধ মন নিয়ে কেহ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। চিরকাল তাকে ঐ সন্দিগ্ধতার কালোছায়ার পিছু ঘুরে নিরাশ হতে হয়, প্রকৃত জ্ঞান লাভ থেকে দূরে থাকতে হয়। আমার আরও মনে হয়, বিশ্বাস হারিয়েছ বলেই তোমাকে কক্ষচ্যুত উল্কার মত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। নতুবা তোমার যা কিছু কামনা-বাসনা এবং চাওয়া-পাওয়ার অবসান ঘরে বসেই ঘটত। সিমলা পাহাড়ে সয়ম্ভু বাবার কাছ পর্যন্ত ছুটে যেতে হত না। মোটের উপর আমি এবার বুঝেঝি, তুমি অকস্মাৎ দারুণ শোক পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছ। তুমি বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি সত্যের আলোক না পেয়ে মিথ্যার গভীর অন্ধকারে মগ্ন হয়েছ, বাবা। কিন্তু......"

এই অবধি বলিয়া তিনি মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে সত্যেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্যেন সেই অন্তরভেদী দৃষ্টির সম্মুখে নতদৃষ্টি হইয়া পড়িল। সাধুর গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "শোন, সত্যেন। আমি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছি মানুষের আত্মা যে অমর শুধু তাই নয়, মানুষ যদি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মাবোধ অর্জন ক'রে প্রকৃতির নিয়ম লীলা মান্য ক'রে চলতে পারে তবে সে আধার পরিবর্তন না করেই বহু বহু বছর এই পৃথিবীতে থাকতে পারে। এই কথা বিশ্বাস করতে হয়তো তোমার বাধবে, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাবা, কু-গ্রহের প্রভাব থেকে মুক্তি তোমার আসন্ন হয়ে উঠেছে। তোমার মনের সকল জ্বালা, সকল অশান্তি শীঘ্রই দূর হ'য়ে যাবে। তখন তুমি আমার এই উক্তি জ্বলন্ত সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারবে।

মেল ট্রেন এমন সময়ে মির্জাপুর ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া পড়িলো সত্যেন ও বিজয়ের দৃষ্টি প্ল্যাটফরমের উপর নিবদ্ধ হইল। পরমুহূর্তে তাহারা সাধুব দিকে চাহিতে দেখিল, তিনি নাই। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

সত্যেন রিজয়ের মুখের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিল। বিজয় সত্যেনের দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল "তুমি পরম ভাগ্যবান, বন্ধু। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য জানি না কোন্ মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল। এস, আমরা উভয়ে একত্রে সেই মহাপুরুষকে প্রণাম ক'রে, আমাদের অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।" এই বলিয়া উভয়ে দুই হাত একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া, সাধুর যেখানে আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই স্থানটির দিকে চাহিয়া বার বার প্রণতি জানাইতে লাগিল। এবং নিজেদের অন্তরেব আকুতিকে বার বার মহাপুরুষের পায়ে উজাড় করিয়া ঢালিতে লাগিল। অন্তরের সঙ্গে সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় মদনমোহনের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল, আমাদের মনেব কালিমা ধৌত করিয়া অন্তরে তোমার স্থান করে নাও দয়াময়। আমাদের মনোবাঞ্ছাকে কানায় কানায় পূরণ করে দাও প্রভু!

*

*   *

মেল ছুটিতেছিল। সত্যেন ও বিজয় কোন বিষয়ে গভীর আলোচনা চালাইয়া সবেমাত্র শেষ করিয়াছিল। উভয়েই উভয়ের মতামত সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতেছিল। এমন সময়ে সত্যেন কহিল, "দেখ বিজয়, আমাদের প্রতি কৃপা ক'রে যিনি আমাদের আজ প্রাতে দেখা দিয়েছিলেন, তিনি যে কোন মহাপুরুষ—সে বিষয়ে আমার এখন আর কোন সন্দেহ নেই, ভাই।"

বিজয়ের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "কিন্তু দুঃখ এই বন্ধু যে আমরা সময় থাকতে তাঁকে চিনতে পারিনি। তা' পারলে হয়ত তাঁর কৃপায়, তোমার মনে যে বাসনা অগ্নিময় হয়ে তিলে তিলে তোমাকে পুড়িয়ে ছাইয়ে পরিণত ক'রে চলেছে, তা, থেকে তুমি, আমি এবং তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িতে সকলেই মুক্তি পেতাম, শান্তি পেতাম। আর তোমার সন্দেহের, তোমার জিজ্ঞাসার ইতি হয়ে যেত।"

সত্যেন মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "না, বিজয়, সময় থাকতে চিনতে পারলেও কিছু হত বলে মনে হয় না। তুমি বোধ হয়, তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি উক্তি গভীর মনযোগ

সহকারে শোননি। তিনি বলেছিলেন যে আমি কু-গ্রহের প্রভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছি, এবং অদূর ভবিষ্যতে কু-গ্রহের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চলেছি। সেই মুক্তি পাওয়ার পরেই, আমার মনের সকল সন্দেহ, সকল কলুষিত লোপ পাবে, আর তখনই আমি তাঁর দ্বারা ঘোষিত জ্বলন্ত সত্যকে সত্যরূপেই গ্রহণ করিতে পারব, তা'র পূর্বে নয়। কিন্তু বিজয়······" এই অবধি বলিয়া সহসা সে একেবারে নীরব হইয়া গেল।

বিজয় কহিল; "বল, সতু যা তুমি বলতে ছাইছো।"

"আমি বলতে চাই যে, তাঁর প্রতিটি কথা আমি এখনই পরম শ্রদ্ধাভাবে বিশ্বাস করতে সমর্থ হয়েছি। তবে আমি যে জন্য অগ্নিপুচ্ছ হাউয়ের মত শান্তিহারা, গৃহহারা হয়ে উল্কাবেগে অনির্দিষ্ট উদ্দেশে ছুটে চলেছি, সে সম্বন্ধে ত একটিও কথা বললেন না তিনি, পথের কোন নিশানা দিলেন না বিজয় ?"

বিজয়ের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তিনি ত কোন রোমাঞ্চকর 'ষ্টাণ্ট' দেবার জন্য আমাদের দর্শন দান করেননি, সত্যেন। তুমি যখন তাঁর কাছে তোমার মনের দ্বার মুক্ত করলে না, তিনিও সে বিষয়ে কোন কিছুই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, তিনি তোমাকে বলবার জন্য বহু সুযোগও দিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি তা ঠিক ধরে নিতে পারনি, সতু।"

সত্যেন বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বুঝলাম না বিজয়, তুমি আমাব প্রশ্নের অর্থ কোন তত্ত্ব দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছ।"

তিনি বলেছিলেন যে, তুমি নিদারুণভাবে আত্মীয় শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছ। তার বেশী আর ত কিছু তিনি বলতে পরেন না, ভাই। তোমারই কর্তব্য ছিল, তখনই তাঁর নিকট তোমার মনের দ্বার উন্মুক্ত করে সব কিছু খুলে বলা। শুধু খুলে বলা নয়, প্রতিকারের পথেরও সন্ধান চেয়ে নেওয়া। ঠিক তাঁকে চিনে উঠতে না পারার জন্যেই হোক, আর নিজের ভুলের জন্যেই হোক, সে ঔচিত্যবোধ থেকে তুমি সরে রইলে। এখন তা নিয়ে বৃথা অনুশোচনা করে মনকে দুর্বল করে লাভ হবে না, সতু।" এই বলিয়া বিজয় নিরব হইল।

সত্যেন ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "কে জানে, ভাই, কিছুই বুঝি না। আর যা বুঝি না, তা' বিশ্বাস করতেও বাধে আমার। এই যে মনোভাব নিয়ে আমাকে চলতে হয়, তা'তে পরলোক, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস করা শক্ত হয় না কি? কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো বিজয়, কল্পনা এই সব বিষয়ে প্রত্যেকটি বিষয়েই কি অচলা বিশ্বাসই না পোষণ করতেন। একদিনের কথা আমার স্মরণ হচ্ছে, বিজয়। সে রাত্রিটা ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি। আমাদের সুবৃহৎ বাড়ীর সুবিস্তৃত ছাদের উপর কল্পনার কল্পনা দিয়ে তৈরী পুষ্পোদ্যানে দু'জনে একটি বেঞ্চের উপর পাশাপাশি বসে আছি। পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল চাঁদের আলো প্রস্ফুটিত শুভ্র বেলফুলগুলির ওপর পড়ে যে অভিনব সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়েছিল, সেইদিকে চেয়ে সহসা কল্পনা বললেন, "আচ্ছা, তোমাদের বৈজ্ঞানিক ত বহু কিছু বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ঐ যে শুভ্র

ফুলের উপর চাঁদের আলো পড়ে যে শোভা ধারণ করেছে, অমন একটি ফুল আর এমন এক ফোঁটা আলো কি তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন?"

আমি হাস্যমুখর হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "এসব অতি তুচ্ছ বস্তু, বৈজ্ঞানিকেরা এ্যাটম বোমা তৈরী করেছেন। ক্রিকেট বলের মত একটি ক্ষুদ্র জিনিষের ভিতর এরূপ বিধ্বংসী তেজ ও শক্তি সমাহিত করেছেন যে, নাগাসিকি ও হিরোসিমার মত দু'টি প্রকাণ্ড শহরের প্রত্যেকটি জিনিষ মাত্র একটি বোমার আঘাতে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত পরে প্রকাণ্ড শহরের যে যেখানে ছিল, তার সকল অস্তিত্বই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশুর জীবন……" এর পর আর বলবার সুযোগ ছিলনা আমার, বিজয়। সহসা থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কল্পনা এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরে অন্য হাতে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে আমার বক্ষে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠলেন! সে কি কান্না, বিজয়! আজও আমার কানে সেই আর্তধ্বনির শব্দ মুখর হয়ে ওঠে ভাই! আমি কি করব, ভেবে না পেয়ে বললাম, "একি তোমার ছেলেমানুষী, কল্পনা? কোথায় বিজ্ঞানের জয়যাত্রার গর্ব অনুভব, না…"

কল্পনা বাধা দিয়ে বললেন, "একে তুমি জয়যাত্রা বল? বল শ্মশানযাত্রা। ওগো, তোমার বিজ্ঞান যদি বিধাতার সৃষ্ট এমন সুন্দর পৃথিবীকে শুধু ধ্বংস করবার ব্রত গ্রহণ করে থাকে, তবে সেই বিজ্ঞানের শেষদিন যত শীঘ্র আসে ততই মানুষকে মহাপাপ

থেকে রক্ষা করা হবে। ধ্বংস করার ভিতর কোন কৃতিত্বই নেই। একটা হীন দস্যুও অর্থলোভে হত্যা করে থাকে। তার ঘৃণিত জীবন রক্ষা করবার জন্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করে থাকে। কিন্তু একটি জীবন তোমার বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত দান করতে পারে নি। একটি ফল, এক টুকরো চাঁদের আলো সৃষ্টি করবার সামর্থ্য তোমার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের নেই। যা সৃষ্ট হয়েছে, তা ধ্বংস করার নীচতাকে এবং ক্ষমার অযোগ্য মহা অপরাধকে তুমি যদি বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বল, তবে কি বিধাতা হাসবেন না? যাদের সৃষ্টি করবার শক্তি নেই, তাঁদের ধ্বংস করবার কোন অধিকার থাকতে পারে না। যাঁরা ক্রিকেট বলের মত ছোট্ট একটি বোমার আঘাতে বিধাতার সৃষ্ট লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশুকে হত্যা করেছে, তাঁদের অপরাধের যোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা কি হতে পারে, আমি জানি না। তবে বিধাতার অমোঘ ও অনিবার্য নিয়মে যুগ যুগ কল্পকাল ধরে তাঁদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ক্ষমা নেই, ওগো কোন মার্জনা নেই তাদের।

সত্যেন নীরব হইল, তাহার দুই চক্ষু উপছাইয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিজয় কহিল, "পুরনো স্মৃতিকে মনে ঠাঁই দিয়ে মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছ, সতু। এটাতো, সুনিশ্চিত জানো—যে গেছে, সে আর ফিরবে না কোনদিন?

সত্যেন কহিল, "হাঁ, বিজু, সে আর ফিরবে না। কিন্তু সে যে আছে, মৃত্যুর পরেও যে পরলোক আছে, মানুষ যে অমর, মানুষের মৃত্যুর পর যে সে তার আধার পরিত্যাগ করে

নূতন অন্য কোন আধারে পরলোকে অস্তিত্ব রাখে, সত্য বলে প্রচারিত এই মহাসত্যটুকু যেদিন আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারব,– আমার কল্পনাকে পুনশ্চ দেখতে পাব, সেদিনই আমি পরম সুখী হব, বিজয়। এই পৃথিবীতে আমার আর কোন চাওয়া-পাওয়ার দাবি থাকবে না। আমি সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষরূপে আমার জীবনের মেয়াদটুকু এখানে কাটিয়ে যাব।"

বিজয় কহিল, "আমরা চলেছি, মহাত্মা স্বয়ম্ভু বাবার কাছে, সতু। তোমার কাছে, আমার অনুরোধ যে পর্যন্ত না আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কৃপা লাভে সমর্থ হচ্ছি, সে পর্যন্ত তুমি হা-হুতাশ না করে অন্য কিছু সৎআলোচনায় সময় অতিবাহিত করি, এস। তাতে শরীর, মন ও উভয়েই তাজা থাকবে।"

সত্যেন কোন কথা বলিল না। সে নীরবে বসিয়া রহিল। বিজয় ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আচ্ছা সত্যেন, তুমি আমার আর একটি প্রশ্নের জবাব দাও ভাই। আমাদের যিনি কৃপা করে দর্শন দিয়ে গেলেন তোমাকে আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, তাঁর প্রভাব কি তুমি এতটুকুও অনুভব করতে পারছো না ?

সত্যেন কহিল, "করিনি আবার বিজু। তিনি যতক্ষণ আমার সামনে বসেছিলেন, ততক্ষণ আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর দিকে চেয়েছিলাম। তাঁর আগমন, তাঁর বহির্গমন সবই আমার মনে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তিনি ত স্পষ্টভাবে ধরা দিলেন না, বিজু ?"

বিজয় কহিল, "এখন বিশ্বাস করছ ত, যে সাধু মহাত্মারা ঠিক কেমনভাবে অদৃশ্য পথ দিয়ে আগমন ও প্রত্যাগমন করতে পারেন ?"

সত্যেন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না, ভাই। এখনও কেমন যেন কি একটা সংশয় দোলায় আমার মন দুলতে সুরু করেছে। মনে হচ্ছে যে, মোগলসরাইয়ে আমি যখন নানান কল্পনায় ও চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছিলাম তখন কোনদিকে দৃষ্টি দেবার মত আমার সামর্থ ছিল না। তিনি হয়তো সেই অবসরে আমাদের কামরার ভিতর প্রবেশ করেছিলেন এবং মির্জাপুরে মেল দাঁড়ালে, সচকিত হয়ে ট্রেন কোথায় থামল দেখবার জন্য তাঁর উপর হতে চোখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে চেয়ে দেখছিলাম, তিনি হয়ত সেই অবসরে চলে গিয়েছিলেন। এমনও ত হতে পারে।"

বিজয় ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "হাঁ তা পারে বৈকি, সতু। তুমি যখন বলছ, তখন তা হতেই হবে।"

"না ঠিক সে কথা বলছি না যে আমি যা বলছি, সেটাই অখণ্ডনীয় সত্য বিজয়। তবে আমার ধারণা ঐটাই। বলিয়া সত্যেন বিজয়ের বিক্ষুব্ধ মাখা গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

বিজয় বিক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "তোমার নিজের ধারণা আর বিশ্বাস দিয়ে এতদিন তো অনেক কিছু দেখলে। পেয়েছ শুধু বৃশ্চিকের দংশন। তাই বলি, তোমার ধারণা আর বিশ্বাসের পথ বদল করে দেখতে "

সত্যেন কহিল, "তোমার কথাটাকে, অবিশ্বাস করছি না।

কিন্তু ভেবে দেখ, ট্রেন আসার পর যেটুকু সময় আমরা প্লাটফরমের দিকে চেয়ে অন্য মনস্ক ছিলাম, সেই সময়ে তিনি কামরা থেকে নেমে এই লোকারণ্যে মিশে যেতেও তো পারেন, ভাই।”

বিজয়ের মুখে মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, “হায় মানুষের মন! তুমি না হয় ক্ষণকাল প্ল্যাটফরমের দিকে চেয়েছিলে, কিন্তু আমার চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল, মাত্র সেইটুকু সময় তাঁর উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। সেই পলক ফেলার সময়টুকুর মধ্যে কোন মানুষ যে চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, অর্থাৎ আমাদের কামরা থেকে চলে যেতে পারেন, সে ধারণা কিছুতেই করা যায় না, সতু। তবে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, তিনি কৃপা করে আবার আমাদের দেখা দেবেন এবং আমাদের মনের এই সংশয়-বেদনা মুক্ত করে যাবেন। হাঁ, আর একটি বিষয়, সতু। আমরা হাওড়া থেকে মোগলসরাইয়ে না পৌঁছান পর্যন্ত, তথা কাশীধামের নিকটে না আসা পর্যন্ত কোনও সাধু-মহাত্মার দর্শন পাওয়া যায় নি। আমরা যখন বিশ্বেশ্বরের দর্শন প্রোগ্রাম বন্ধ করে সোজা সিমলা যাওয়াই স্থির করলাম, তখনই তাঁর আগমন ঘটেছিল। জানিনা তুমি বিশ্বাস করবে কিনা, আমার মন-প্রাণ এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হবে, সকল বাসনা সফল হবে। তোমার সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবে এবং তোমার ঐকান্তিক কামনা কানায় কানায় পূর্ণ হবে, সতু। এস, আমরা ভগবান বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ উদ্দেশে

আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অকপটে জ্ঞাপন করে মনকে কলুষ মুক্ত করি।"

সত্যেনের অজ্ঞাতসারে তাহার হাত দুটি একত্রে যুক্ত হইয়া তাহার কপালে ন্যস্ত হইল। সে নিজের মনে কহিল, "এই দীনজনকে মার্জনা কর, প্রভু! আমার মন থেকে সকল সংস্কার, সকল সন্দেহ নিঃশেষে দূর কর, বিশ্বেশ্বর! বার বার এই কথা বলিয়া সে বার্থের উপর শয়ন করিয়া আপন চক্ষুদ্বয়কে মুদিত করিল।

বিজয় ধাবমান মেল-ট্রেনের বাতায়ন পথে দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া রহিল। মধ্যে মুদিত নয়নে শায়িত অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর উদ্বিগ্ন ভরা মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। মেল-ট্রেন আপন গতি বেগ বজায় রাখিয়া নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুক চিড়িয়া সিংহ বিক্রমে গন্তব্য স্থলের দিকে আগাইয়া চলিল।

*

*　　*

যথাসময়ে দিল্লী মেল তাহার দীর্ঘ অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। সত্যেন ও বিজয় তাহাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ কুলীর মাথায় দিয়া, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য ষ্টেশনের নিকটবর্তী রয়েল হোটেল অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া হোটেল অভিমুখে চলিতে চলিতে সত্যেন এক সময়ে কহিল, "তা হলে আজ কালকা এক্সপ্রেস কখন ছাড়ছে সে খবরটা ত এখনই আমাদের নিয়ে রাখতে হবে।"

বিজয় কহিল, "রাত্রি আটটায়, সতু। আমরা প্রায় এগারটি ঘণ্টা দিল্লীতে থাকব।

সত্যেন কহিল, "তোমার কি মনে আছে বিজয়, কতদিন আগে তুমি এই হোটেলে, অর্থাৎ রয়েল হোটেলে একবার বাস করে গিয়েছিলে।"

বিজয় কহিল, গত বছর স্বর্গত বাপির কয়েকটি দলিলের ও লাইসেন্সের নাম আমার নামে পরিবর্তিত করবার জন্য একজন এম-এল-এ'র সঙ্গে এক সপ্তাহকাল এই হোটেলে থেকে গিয়েছিলাম। এর মত অভিজাত ও ভদ্র হোটেল এখানে আর নাই, সতু।"

দুই বন্ধুতে কথা বলিতে বলিতে রয়েল হোটেলের ভিতর উপস্থিত হইলে, ম্যানেজার মিঃ প্রসাদ মহা সমাদরে বিজয় ও তাহার বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রথম শ্রেণীর একখানি সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত কক্ষ নবাগতদের জন্য রিজার্ভ করিয়া দিলেন।

স্নানান্তে নববস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, বিজয় ও সত্যেন ব্রেকফাষ্ট সারিয়া, তাহাদের দেহ হইতে রেলভ্রমণের অবসাদ নিঃশেষে মুক্ত করিয়া লইল। বিজয় কহিল "জেঠীমাকে এখান থেকে একখানা পত্র দাও, সতু। নইলে বেনারস থেকে আমাদের পত্র না পেয়ে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করবেন এবং আরও যে কি সব করবেন আর না করবেন, সে কথা ভাবতেও ভরসায় কুলায় না, ভাই।"

সত্যেন ম্লান মুখে কহিল, "মাকে এখন কি লেখা হবে সেটা ত আগে ঠিক করতে হবে। মাকে যদি সত্য ঘটনা জানাতে যাই তা'হলেও তিনি একই অবস্থার মধ্যে পড়বেন। মুস্কিল হয়েছে যে, জীবনে মার নিকট কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, বিজু। তুমিই বল, এক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত, এবং কি করলে সব দিক রক্ষা পায়?"

বিজয় মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "অপ্রিয় সত্য বলতেও আমাদের শাস্ত্রকারেরা নিষেধ করে গেছেন, সতু। শোন, তুমিও জেঠী-মাকে পত্র লেখ, আর আমিও তোমার পত্রকে সমর্থন ক'রে ঐ একইভাবে একখানা পত্র লিখে তার সকল উদ্বেগের নিরসন করি এসো।"

সত্যেন কহিল, "তাই না হয় হবে। কিন্তু পত্রের গল্পটা কি কি হবে?"

বিজয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "বেশ, এক্ষেত্রে যদি পাপের ভাগী হতে হয়, আমিই সে পাপকে মাথা পেতে নেব। তুমি জেঠীমাকে লেখ যে, ট্রেনে পরিচিত ভদ্র ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের বললেন যে, এ সময়ে সিমলা পাহাড়ই বায়ু পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত স্থান। নইলে পশ্চিমের দুরন্ত গরমে আমরা তিনটে ঘণ্টাও টিকতে পারব না। তাই মা, সিমলা পাহাড়ে যাত্রা করার মানসে অদ্য আমরা দিল্লীতে এসে পৌঁছেছি। আজ রাত্রি আটটায় এক্সপ্রেসে কালকা এবং সেখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে তার পরের দিনই কালকা থেকে ছোট রেল চড়ে সিমলা যাত্রা করব। সিমলায় পৌঁছিয়েই সেখানকার হোটেলের ঠিকানা দিয়ে এবং সেখানকার বর্তমান আবহাওয়ার খবর জানিয়ে আপনাকে পত্র দেব। ব্যাস! সত্য গোপনও বেশী হবে না, আর একেবারে নির্জলা সত্যও হবে না! কিন্তু দিল্লীর গরমের নমুনা যা দেখতে পাচ্ছি, তা'তে এখানে আমি কোন অবস্থাতেই তিনটে দিনও হাসিমুখে থাকতে পারতাম না, সতু!"

সত্যেন কহিল, "তা'হলে আর বিলম্ব বেশী না করে, তুমিও মা'কে একখানা পত্রে ঐ সব কথা লিখে আমাকে সমর্থন করার ব্যবস্থা কর।

বিজয় হাস্যমুখে কহিল, "শুধু তোমার পূজনীয়া মাকে নয় বন্ধু। এরই মধ্যে ভুলে গেলে চলবে কেন, আমার মাও যে তাঁর

এই হতভাগ্য পুত্রের জন্য বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। মাত্র তোমার সঙ্গে চলেছি এবং তোমার মনে শান্তি ফিরিয়ে আনার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এ সত্য অন্তরে অন্তরে বুঝেছেন বলেই মা আমার তাঁর নির্বোধ পুত্রটিকে ছেড়ে দিয়েছেন, বন্ধু। সেজন্য আর এক দফা সত্য-মিথ্যাপূর্ণ একটি কাল্পনিক কাহিনী রচনা করে মাকে আমার শোনাতে হয়েছে। কাজেই তাঁকেও সংবাদটা দেওয়া উচিত।"

সত্যেন কহিল, "হয়ত কাকীমাকে তুমি এই কথাই বলেছ যে, বৌ মরে যাওয়ার পর থেকে বৌএর শোকে আমি একেবারে উন্মাদ হয়ে পড়েছি।"

বিজয় মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "না, অত দূর যেতে হয় নি বন্ধু। তবে বলেছি যে, একটা কিছু আশু ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে উন্মাদে পরিণত হইবার সকল লক্ষণ বন্ধুর ব্যবহারে প্রকট হয়েছে।"

বিজয়কে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া সত্যেন কহিল, "বল, আর যা বলবে।"

পূর্ববর্তী কথার জের টানিয়া পুনশ্চ বিজয় কহিল, "এ কথা শুনে মা আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। বললেন, বলিস্ কিরে, বিজু বৌটা নিজেও মরল, আর বাছার আমার ঐ হাল করে গেল! না বাবা, আমার যত কষ্টই হোক, আমার এ ভাঙ্গা বুকে সব সইবে। কিন্তু সতুর আমার অমন দশা এ বুকে সইবে না বাবা! এখুনি তুই তাকে নিয়ে চলে যা। গিয়ে কোথায় কেমন থাকিস রোজ একখানা করে পত্র দিয়ে জানিয়ে দিস্! নইলে আমার মনোবেদনার অবধি থাকবে না।

"লায়ার !" সত্যেন ক্ষুব্ধস্বরে কহিল।"

বিজয় হস্যমুখে কহিল, "হাঁ, মিথ্যাবাদী ত বটেই ! কারণ তোমার জন্য দ্বিতীয়বার মিথ্যা যুক্তিও দিয়েছি। সুতরাং আমি প্রতিবাদ জানাতে পারিনা। কিন্তু বন্ধু, মিথ্যা যে বলে, আর সেই মিথ্যাকে যে সমর্থন করে ও গ্রহণ ক'রে নেয় হাসিমুখে, অপরাধ সেখানে সমভাবে উভয়েরই হয়। আর ঐ মুখরোচক ইংরাজী "লায়ার" শব্দটি আমার পক্ষেও যেমন প্রযোজ্য, তেমন আমার সত্যাশ্রয়ী বন্ধুর পক্ষেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে।"

"আঃ বিজু ! জ্বালাতন ক'রো না।" সত্যেন কহিল, "মা'কে পত্র লিখতে বসেছি, দেখছ না ?"

বিজয় মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, বেশ আমিও তাহলে নির্জলা সত্য খবরগুলি লিখতে বসি।" এই বলিয়া সে সুটকেশ হইতে পত্র লিখিবার সরঞ্জামপূর্ণ কেশটি বাহির করিয়া লিখিতে বসিল।

উভয়ের পত্র লেখা শেষ হইলে হোটেলের একজন ভৃত্যের হস্তে পত্রগুলি ডাকে দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া, বিজয় কহিল, "সওয়া দশটা বেজেছে সতু। রোদের তেজও প্রচণ্ড বেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসময়ে বেড়াতে যাবে, না অপরাহ্ণে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে আসবে ?"

একটি শোফার উপর অর্ধশায়িত ভাবে বসিয়া সত্যেন কহিল, "না, এই গরমের ভিতর কোথাও যাবার স্পৃহা বোধ করছি না, বিজয়। অপরাহ্ণেই না হয় একটু বেড়িয়ে আসা যাবে, ভাই। এ সময়টা বরং এসো একটু অন্য গল্প-গুজব করে কাটিয়ে ফেলি।"

এমন সময়ে হোটেলের ম্যানেজার মিঃ প্রসাদ দ্বারের পর্দার বাহির হইতে বিনয়কণ্ঠে কহিলেন, "আসতে পারি, বিজয়বাবু?"

বিজয় সাগ্রহে কহিল, "নিশ্চয়ই, আসুন, ভিতরে আসুন, মিঃ প্রসাদ।"

মিঃপ্রসাদ ভিতরে আসিয়া উভয়ের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিলেন ও একটি কৌচের উপর উপবেশন করিলেন। তিনি কহিলেন, "সিমলায় কি বায়ু পরিবর্তনের জন্য চলেছেন, না অন্য কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ওখানে চলেছেন, বিজয়বাবু?"

বিজয় একবার সত্যেনের দিকে চাহিয়া পরে মিঃ প্রসাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি, মিঃ প্রসাদ। কিন্তু তার পূর্বে আমি একটি বিষয় আপনাব নিকট জানতে চাই।"

"আদেশ করুন কোন্ বিষয়টি আপনি জানতে চাইছেন।" মিঃ প্রসাদ বিনীত কণ্ঠে কহিলেন।"

বিজয় কহিল, "একদা আপনাদের এই ইন্দ্রপ্রস্থে পৌরাণিক যুগে বহু সাধু, মহাত্মা ও সিদ্ধ মহাপুরুষের পদধূলিতে পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হ'ত। আচ্ছা এখন বলতে পারেন বর্তমানে কি সে যুগের মত কোন সাধু মহাত্মা এখানে আর বাস করেন না?"

মিঃ প্রসাদের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বর্তমানে অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থ, দিল্লী ও নিউ দিল্লীতে পরিণত হয়েছে। সাধু-মহাত্মারা কবে যে চিরতরে বিদায় গ্রহণ ক'রে অদৃশ্য হয়েছেন, সেকথা ইতিহাসে লেখা নেই, বিজয়বাবু। সাধু

মহাত্মারা অদৃশ্য হয়েছেন, বিনিময়ে এসেছেন প্রতারকের দল, চোরাকারবারের সংঘ, ঘুষখোর এবং চরিত্রহীনেরা সমিতিবদ্ধ হয়ে। তবে আপনারা যদি এঁদের সন্ধানে দিল্লীতে এসে থাকেন, তবে আপনাদের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কিন্তু সাধু মহাত্মা? দিল্লীর একশত মাইলের ভিতর খুঁজে পাবেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, বিজয়বাবু।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্তমাত্র নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তাহলে আপনারা কি কোন সাধু-মহাত্মার খোঁজে সিমলা পাহাড়ে চলেছেন? না, আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্যের ভিতর আর কিছু গোপন তথ্য আছে?"

বিজয় মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমার বন্ধুর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, এই সব আলোচনায় উনি কিরূপ অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

মিঃ প্রসাদ একবার হাস্যমুখে সত্যেনের দিকে চাহিয়া বিজয়কে কহিল, "ওর অসন্তুষ্ট হবারই কথা, বিজয়বাবু! কারণ আপনাদের যেরূপ তরুণ বয়স, এই বয়সে সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান করছেন, শুনলে লোকে অন্য কিছু ধারণা করবেন। বিশেষ করে এখানে যে সব মহাত্মারা হামেশাই আসা যাওয়া করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য আর আপনাদের উদ্দেশ্য যে এক সে কথা বলছি না, তবে এখানকার লোকের ধারণাটাই কেমন যেন বদলে গেছে, বিজয়বাবু। আচ্ছা ওকথা থাক আপনাদের কথাই বলি, সিমলা পাহাড়ে অর্থাৎ কর্তাদের গ্রীষ্মাবাসরূপে ব্যবহৃত সিমলা সহরে নয়, সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে মহাত্মা, স্বয়ম্ভুবাবার আশ্রম আছে। তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ! যে কোন মানুষ,

যে কোন কামনা নিয়েই তাঁর কাছে গমন করুক, তিনি কাহাকেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে দেন না। তবে তাঁর নিকট পৌঁছানো একটু কঠিন ব্যাপার, বিজয়বাবু।"

বিজয় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। সত্যেন সোফার উপর সোজা হইয়া বসিল এবং মিঃ প্রসাদের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিজয় কহিল "কিরূপ কঠিন ব্যাপার, মিঃ প্রসাদ ?"

মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "প্রথমতঃ ছোট সিমলা, অর্থাৎ পাঞ্জাবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শহর থেকে পূর্বমুখে বন্যপথে প্রায় বিশ মাইলের মত পথ—সে পথ হয় অশ্বারোহণে, না হয় পদব্রজেই গমন করতে হবে। অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজেই যান, মোটের উপর গতিবেগ সংকীর্ণ বনপথের জন্য সর্বদা সমান থাকবে।"

"তারপর আর কি বলুন, মিঃ প্রসাদ ?" বিজয় আগ্রহভরে কহিল

"তারপর প্রায় মধ্যপথে, যাত্রীদের বিশ্রাম করবার জন্য একজন ধর্মপ্রাণ মাড়োয়ারী একটি ডাক-বাংলো নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একজন চৌকিদার সেখানে নিযুক্ত আছে দেখতে পাবেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ সেই চৌকিদার সারাদিন তার কাজে নিযুক্ত থেকে সন্ধ্যার পূর্বেই দুই মাইল দূরবর্তী পার্বত্যজাতির গ্রামে চলে যায়। আপনারা তা'কে হাজার টাকা বক্‌শিষের প্রলোভন দেখান তবুও তাকে কেবল মাত্র একটা রাত্রির জন্যে বাংলোয় থাকতে সম্মত করাতে কিছুতেই পারবেন না সত্যেনবাবু।"

সত্যেন গভীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিল। সে সহসা কহিল "কেন, মিঃ প্রসাদ, হাজার টাকার বক্‌য়িষের বিনিময়ে একজন চৌকিদারকে মাত্র একটা রাতের জন্যে বাংলোয় বাস করানো যাবে না?"

মিঃ প্রসাদ, সত্যেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি সত্য মিথ্যা জানি না, সত্যেনবাবু। তবে শুনতে পাই, গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলোয় ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। অনেকেই নাকি ভূতের হাতে প্রাণ দিয়েছে। তাই রাত্রে বাঘ-ভালুকের ভয় থাকলেও সে ভয়কে অগ্রাহ্য করে স্বয়ম্ভু বাবার দর্শনপ্রার্থী লোকেরা দলবদ্ধ হ'য়ে, মশাল জ্বালিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এই বাংলোয় বিশ্রাম না ক'রে একেবারে স্বয়ম্ভুবাবার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হ'য়ে যান।"

"ওহো, ভূতের ভয়ের কথা বলেছেন, আমি মনে করি অন্য কিছুর কথা বলছেন।" এই বলিয়া সত্যেন উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিল, "আমাদের ও ধরণের কোন দুর্বলতাকে স্থান দেওয়ার মত মনে ঠাঁই নেই, মিঃ প্রসাদ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ভূতে আমাদের মনকে দুর্বল করতে সক্ষম হবে না।"

বিজয় হাস্যমুখে কহিল, "শেষে আমাদের ভূতের ভয় দেখিয়ে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করলেন, মিঃ প্রসাদ? তা'র চেয়ে অন্য কোন ভয় দেখালে আমরা বিবেচনা ক'রে দেখতাম, কিন্তু ভূতকে আমরা ভয় করি না। ভূতই বরং আমাদের বেশ সমীহ করে চলে।"

মিঃ প্রসাদের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আপনারা অতি মাত্রায় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, বিজয়বাবু। কারণ এখন পর্যন্ত আপনারা ভূত দেখবার দুর্ভোগ লাভ করেন নি। তা যদি করতেন তা হ'লে আমার কথাটাকে এত হালকা করে দেখতেন না।"

বিজয় হাসিতেছিল। সে কহিল, "আপনি কি কখনও ভূত দেখেছেন মিঃ প্রসাদ? তা যদি দেখে থাকেন, তাহলে সেই ভুতুড়ে কাহিনীটি একটু বলুন। ভূতের সব আজগুবি গল্প শুনতে আমাদের খুব ভাল লাগে।"

মিঃ প্রসাদ মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিলেন, "দেখুন, আমার পৈতৃক বাড়ী সিমলা সহরে। আমার প্রপিতামহ সিমলায় বাণিজ্য ব্যপদেশে গমন করে সেখানকার জল-বাতাসে এরূপভাবে মোহগ্রস্ত হন যে সেখানে বাড়ী ক'রে আমাদের দেশের (বিহারের) বাড়ী, জমি-জায়গা সব বিক্রয় ক'রে, স্থায়িভাবে সেখানে বাস করতে থাকেন। এখন পর্যন্ত আমরা সিমলার অধিবাসী, বিজয়বাবু। কাজেই আমি আপনাকে বলতে পারি, উপরোক্ত বাংলোর ভূত-প্রবাদ আদৌ কাল্পনিক নয়। কিন্তু সত্যই যদি আপনারা স্বয়ম্ভুবাবাকে দর্শন করবার জন্য এসে থাকেন, তাহলে ঐ ভূতের বাংলোয় রাত্রিযাপনের মতলব ছেড়ে দিয়ে সোজা স্বয়ম্ভুবাবার আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করুন।"

বিজয় মৃদু রহস্যময় হাস্যমুখে কহিল, "সে কথার উত্তর পরে দিচ্ছি, মিঃ প্রসাদ। আপনি এবার স্বয়ম্ভুবাবার সম্বন্ধে যেটুকু জানেন, দয়া করে সেটুকু আমাদের বলুন।"

মিঃ প্রসাদের মুখে অনবদ্য আভাষ ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "জীবনে আমি ঐ একটিমাত্রই সিদ্ধপুরুষ ও মহাত্মা দর্শন করেছি. বিজয়বাবু। তিনি নির্লোভ, নিরহঙ্কার অন্তর্যামী। তাঁর নিকট আপনার নেচার আপনার কালচার ইতিহাস কিছুই বলবার আবশ্যকতা নেই। আপনি যে-মূহূর্তেই তাঁর আশ্রমের সীমার ভিতর প্রবেশ করবেন, সেই মূহূর্তেই তিনি বুঝে নেবেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করছেন। সব কিছু জানতে পারবেন এবং তাঁর শিষ্যদের আপনাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার জন্য আদেশ দিয়ে রাখবেন, বিজয়বাবু।"

সত্যেন কহিল, "ঐ গভীর পার্বত্য-বনে তাঁর আশ্রম। তাঁর কতজন শিষ্য আছেন, মিঃ প্রসাদ!"

মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "প্রায় ত্রিশজন শিষ্য আশ্রমে আছেন, সত্যেন বাবু। তিনি গত দশ বৎসর যাবৎ আশ্রমে নতুন শিষ্য নেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। কারণ তিনি বলেন যে নতুন শিষ্য নিলে, সাধন স্থানের অভাবে সাধন-ভজন করবার উপায় থাকবে না। অবশ্য ঐ ত্রিশজন শিষ্যের ভিতর যদি কোন হেতুর জন্য সংখ্যা হ্রাস পায়, তবে নতুন শিষ্য নিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ ক'রে নেবেন। কিন্তু যতদূর আমি জানি, গত দশ বৎসরের ভিতর তেমন কোন হেতু দেখা দেয়নি, সত্যেন বাবু।"

সত্যেন কহিল, "আপনি যখন স্বেচ্ছায় স্বয়ম্ভুবাবার সম্বন্ধে আমাদের সব কথা শোনালেন, তখন আপনার নিকট আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা না শুনিয়ে গোপন রাখাটা মিথ্যাচারের মত হবে, মিঃ প্রসাদ। আমরা স্বয়ম্ভুবাবার দর্শন মানসেই তাঁর

আশ্রম সিমলা পাহাড়ে চলেছি। ও বিষয়ে আপনার যদি আরও কিছু জানা থাকে, তাহলে সেদিকে আমাদের আলোকপাত করুন, মিঃ প্রসাদ।"

মিঃ প্রসাদ ঘড়ির দিকে চাহিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, "আপনারা দু'মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। সাড়ে এগারটার সময় আপনারা কফি পান করবেন জানিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সে আদেশ জারী করতে ভুলে গেছি।" কোন বাধা আসিবার পূর্বেই, তিনি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয় সত্যেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি বলছি, আবার দৃঢ়স্বরে বলছি যে, তোমার কু-গ্রহপ্রভাব মুক্তি অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে, বন্ধু।"

সত্যেন কোন উত্তর দিল না। সে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া সোফার উপর পুনশ্চ অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া মিঃ প্রসাদের অপেক্ষায় রহিল।

*

* *

অল্প সময় পরে, একজন ভৃত্যবাহিত কফির সহিত মিঃ প্রসাদ প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি ভৃত্যের হস্তধৃত ট্রে হইতে কফির কাপ দু'টি ও দুই প্লেট কেক বিজয় ও সত্যেনের সম্মুখে টিপয়ের উপর রাখিয়া কহিলেন, "আরম্ভ করুন সত্যেন বাবু। আপনিও আরম্ভ করুন বিজয়বাবু।"

কফিপান-পর্ব শেষ হইলে উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি লইয়া ভৃত্য বাহির হইয়া গেলে, মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "আপনাদের আর বেশীক্ষণ বিশ্রামের ব্যাঘাত করব না। আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে স্বয়ম্ভুবাবাকে দর্শন করতে চলেছেন, দয়া ক'রে বলবেন কি, সত্যেনবাবু ?"

উত্তর দিল বিজয়। সে ধীরে ধীরে সত্যেনের প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু-কাহিনী ও পত্নীশোকে উন্মাদ-প্রায় সত্যেনের অবস্থা ও পরলোকবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসহীনতার কথা ব্যক্ত করিয়া পরিশেষে কহিল, "সুতরাং আমরা চলেছি তাঁর কাছে ঐ বিষয়গুলির সত্য-মিথ্যা নিরূপণের উদ্দেশ্য নিয়ে, মিঃ প্রসাদ।"

মিঃ প্রসাদ বিমূঢ় বিস্ময়ের সহিত সত্যেনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু কি প্রশ্ন করবেন আপনারা তাঁকে ? আপনি

যদি প্রশ্ন করেন, 'প্রভু! পরলোকের কোন অস্তিত্ব আছে কি?' তিনি বলবেন, 'হাঁ, আছে বেটা।' তারপর কি হ'বে? আপনারা কি তাঁর মুখের কথাতে বিশ্বাস ক'রে আপনার মনের অন্ধকাররূপ অবিশ্বাস থেকে মুক্তি নিতে সক্ষম হতে পারবেন, সত্যেনবাবু?"

সত্যেনের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, "তা যদি সম্ভবপর হত মিঃ প্রসাদ তা'হলে আমাদের সিমলা পাহাড়ের মত দুর্গম স্থানের দিকে ছুটবার প্রয়োজন থাকত কি? এখানে আসার আগে আমরা ত শত শত জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধু মহাত্মার মুখে উপদেশ ও অভিমত শুনতে শুনতে বীতস্পৃহ হ'য়ে পড়েছি। আমরা স্বয়ম্ভুবাবার নিকট হ'তে শুধু মুখের উপদেশ শুনে খুশী হব না, তাঁর কাছে আমরা এমন কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে চাই, যা দেখে আর কখনও তিলমাত্রও অবিশ্বাস আমাদের শাস্তি দিতে পারবে না।"

"আমিও তাই জানতে চাইছি, সত্যেনবাবু।" মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "আপনারা উচ্চশিক্ষিত মডার্ণ যুবক ও ধনবানের সন্তান। স্বয়ম্ভুবাবা আপনাদের প্রশ্ন শুনে যদি ধারণা ক'রে বসেন যে, আপনারা তাকে শুধু পরীক্ষা করবার জন্য সেখানে গিয়েছেন, তা'হলে শ্রীভগবান আপনাদের রক্ষা করুন, আপনাদের কর্মফল কোন্ পথে দেখা দেবে, ভাবতেও ভরসা পাই না।"

সত্যেন ম্লানমুখে কহিল, "সত্যিই ত আমরা তাকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছি না, মিঃ প্রসাদ? আমি নিজ মনের আগুন-জ্বালার শীতলতা আনবার জন্য তাঁর শ্রীচরণের কৃপাপ্রার্থী হয়ে চলেছি।

মুহূর্ত কয়েক পূর্বে আপনিই ত বললেন, তাঁর আশ্রম সীমার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র প্রবেশকারীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল হয়ে আগমনকারীর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেবার জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দেন। কাজেই সেই সর্বজ্ঞ মহাপুরুষকে যে আমরা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি আত্ম-জিজ্ঞাসার সমাধান করতে এই সহজ কথাটা নিশ্চয়ই তিনি বুঝবেন।"

মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "কিন্তু তাঁকে তা' খুলে বলতে হবে। কোন মহাত্মার নিকট গমন ক'রে আপনার প্রয়োজন যদি স্পষ্টভাবে না বলতে পারেন, তবে তিনি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করবেন কিরূপে ? হয়ত তিনি যোগবলে জানতে সবই পারবেন, তথাপি প্রথমে একটা কিছু কথা আপনাদের বলতে হবে ত।"

বিজয় নীরবে শুনিতেছিল। সে কহিল, "আপনিই বলে দিন, আমরা তাঁর নিকট প্রথমে কি ভাবে আবেদন জানাতে পারি ?"

"বিপদে ফেললেন দেখছি !" এই বলিয়া মিঃ প্রসাদ গম্ভীর-ভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিজয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার বন্ধু এবং আমাদের মাননীয় অতিথি সত্যেনবাবুর দীক্ষা নেওয়া হয়েছে ?"

উত্তর দিল সত্যেন। সে কহিল, "না, মিঃ প্রসাদ, আমার দীক্ষা গ্রহণ এখন পর্যন্ত হয় নি। আগামী ফাল্গুন মাসে দীক্ষা নেব, আমিও আমার পত্নী স্থির করেছিলাম। এই সেই ফাল্গুন মাসের দুই তারিখ, মিঃ প্রসাদ। আমাদের আশা পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি চিরতরে চলে গেছেন।"

মিঃ প্রসাদের মুখভাব আলোকিত হইয়া উঠিল। তিনি

সোল্লাসে কহিলেন, "চমৎকার হয়েছে। এমন মোক্ষম উপায় আপনার সম্মুখে থাকতে কেন অন্য চিন্তা করছেন, সত্যেনবাবু?"

সত্যেন কহিল, "কিন্তু কিছুই ত বুঝতে পারছি না, মিঃ প্রসাদ?"

"বলছি।" মিঃ প্রসাদ প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "আপনি এখন থেকে সর্বদা এই বাসনার কথা চিন্তা করবেন, যে আপনি স্বয়ম্ভু-বাবার কাছে চলেছেন সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।"

একথা শুনে সত্যেন ও বিজয় যুগপৎ বিস্ময় বিমুগ্ধকণ্ঠে কহিল, "সস্ত্রীক?"

"হাঁ, সস্ত্রীক, সত্যেনবাবু।" মিঃ প্রসাদ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "সস্ত্রীক না হ'লে আপনার মনের সংশয় দূর হবে কিরূপে, সত্যেনবাবু? আপনি যদি দীক্ষা গ্রহণের সময় আপনার স্ত্রীকে আপনার পার্শ্বে বসে আছেন দেখতে পান এবং তাঁর সান্নিধ্যে স্পর্শ পেয়ে যদি আপনি ধন্য হন, তবে আপনার মনে সকল সংশয় সকল সন্দেহ নিমেষের ভিতর লোপ পেয়ে যেতে বিলম্ব হবে না, সত্যেনবাবু!"

সত্যেনের চক্ষুদ্বয় প্রবল উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিল। সে উদ্দীপ্ত মুখে কহিল, হাঁ, যাবে, মিঃ প্রসাদ? আমার সকল সন্দেহের বিলুপ্ত হবে? আমি আবার নবোদ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে পারব? কিন্তু এমন দুরাশাও কি কখনও সম্ভবপর হবে, বন্ধু?"

বন্ধু সম্বোধনে মিঃ প্রসাদ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন, "আশা করি, আপনার বাক্যের আর নড়চড় হবে না, সত্যেনবাবু?"

সত্যেন কহিল, "বন্ধু বন্ধুকে বাবু অথবা আপনি ব'লে সম্বোধন করে না, প্রসাদ। আজ তুমি আমার মনে যে আশালোক প্রজ্জ্বলিত করেছ, তা যদি কখনও সম্ভবপর হয়, তবে তোমার মত বান্ধবের ঋণ আমি কোনদিনই পরিশোধ করতে পারব না। হাঁ, বল, স্বয়ম্ভুবাবা কি আমার মত এক নাস্তিকের এই অসাধারণ ইচ্ছা পূর্ণ করতে সম্মত হবেন ভাই, প্রসাদ ?"

মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "তা যদি না করেন, তবে স্বয়ম্ভুবাবার সকল মহিমা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাঁর সকল ভক্তরা ও শিষ্যরা তাঁকে তৎক্ষাৎ ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন। তা'ছাড়া তাঁর মত ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ কখনও ভণ্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না। যাঁরা করেন, তাঁরা কখনও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন না, সত্যেন। আচ্ছা, তুমি বল দেখি, সেই লোকালয় বর্জিত অরণ্যাশ্রমে ত্রিশজন শিষ্যসহ তাঁর এবং ভক্তমণ্ডলীর আহার্য সামগ্রী কিরূপে কার দ্বারা এবং কোথা থেকে দিনের পর দিন সরবরাহ করা হয়ে থাকে ?"

সত্যেন কহিল, "ও জটিল প্রশ্ন আমার বুদ্ধির অগম্য প্রশ্ন, বন্ধু।"

বিজয় কহিল, "বন্ধু, তুমি যখন সত্যেনের বন্ধু হয়েছ, তখন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী, আমার বন্ধুতে পরিণত হয়েছ। এখন তুমিই বল, প্রসাদ, কিরূপে আশ্রমের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয়ে আসছে ?"

মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "একবার আমি এ বিষয়ে জানবার জন্য কৌতূহলী হয়েছিলাম, বিজয়। আমি অবগত হলাম যে প্রতিদিন

যথাসময়ে খাদ্যবস্তুসম্ভার আশ্রমে উপস্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিদিন দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা দ্রব্যসম্ভার নীত হয়। যারা বহন করে আনে, তারা কোন কথা বলে না, কোন প্রশ্ন করে না, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। শুনি, প্রভু স্বয়ম্ভুবাবা তাঁর প্রাচীন শিষ্যকে প্রতিদিন প্রভাতে প্রশ্ন করেন, কি খাদ্যের প্রয়োজন আছে সেদিন? প্রধান শিষ্য তাঁকে জনাবার পর, দেখা যায় যে প্রধান শিষ্যের ফর্দ অনুযায়ী খাদ্যসম্ভার নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় চারজন লোক বসে আছে। যদি কোন শিষ্যের উদরের পীড়া দেখা দেয় এবং সেজন্য সাবুবার্লির প্রয়োজন হয়, তাই দেখা যায়, আনীত খাদ্য-বস্তুর ভিতর সাবু-বার্লি এবং মিছরিও আছে।"

সত্যেন কহিল, "পরমাশ্চর্য ব্যাপার!"

মিঃ প্রসাদ কহিলেন, "কিন্তু ভেবে দেখ, যাঁর ইচ্ছা মাত্র এরূপ ব্যাপারও সম্ভপর হচ্ছে, তাঁর দ্বারায় সমাধান অসম্ভব এমন কোন প্রার্থনাই থাকতে পারে না। কিন্তু বন্ধু, আমার একটি উপদেশ তোমরা মনে প্রাণে গ্রহণ কর। তা' হচ্ছে এই যে, ভুলেও 'স্বয়ম্ভুবাবার' প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধার ভাব মনে পোষণ করবে না। সর্বদা দীন কিন্তু হীন নয়, এইরকম প্রার্থীর মত তাঁর চরণে নিজেদের আশ্রয় প্রার্থনা করবে। শুধু বলবে, "প্রভু! আপনি অন্তর্যামী, আপনি এই দীনের বাসনা পূর্ণ করুন।"

বিজয় কহিল, আমাদের এই অমুল্য সাহায্য দানের জন্য, স্বয়ম্ভুবাবাই তোমার নিকট আমাদের এনে দিয়েছেন, বন্ধু।

আমার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে, আমার পরম বন্ধু সত্যেন এইবার সে তার সকল কু-গ্রহ থেকে মুক্তি পেতে চলেছে।"

মিঃ প্রসাদ কৌচ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কহিলেন, "ঠিক একটার সময় খানা পাঠাব বন্ধু। একটা বাজতে মাত্র অর্ধঘণ্টা অবশিষ্ট আছে। খাবার পর ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম ক'রে নেবে। তারপর অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময়, প্রাইভেট ট্যাক্সির ব্যবস্থা ক'রে রাখব, দুই বন্ধুতে এবং যদি প্রয়োজন বোধ কর, আমি একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে আনবো।"

সত্যেন কহিল, "চমৎকার হবে। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে, প্রসাদ?"

"তাই হবে, সত্যেন।" এই বলিয়া মিঃ প্রসাদ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয় হাস্যমুখে কহিল, "আমদের এই ধারাবাহিক সৌভাগ্য ও সুযোগের সৃষ্টি সম্ভবতঃ স্বয়ং ভগবানই ক'রে দিয়েছেন, বন্ধু।"

সত্যেন কহিল, "কিন্তু তুমি কি সত্যই ভাব, আমি কল্পনাকে আবার দেখতে পাব? তাঁর সেই রূপৈশ্বর্য নিয়ে, সেই পলক-হারা অতুলনীয় দৃষ্টি নিয়ে আমার মুখের দিকে, তিনি পুনশ্চ মুহূর্তের জন্যও চেয়ে থাকবেন, পাশাপাশি বসে দীক্ষা নেবেন, মন্ত্রোচ্চারণ করবেন, বন্ধু?"

বিজয় কহিল, দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপা হলে, কোন কিছুই অসম্ভব নয়, সতু। তুমি স্বয়ম্ভুবাবার শ্রীচরণ ধ্যান করো। তিনিই তোমার মনের সকল সন্দেহ নিরসন ক'রে দেবেন, ভাই।"

সত্যেন কহিল, "কিন্তু এই সঙ্গে তোমার মনের তো কিছু ব্যবস্থা হওয়া চাই।"

বিজয় মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "বন্ধু, আমি এখনও তোমার মত উন্মাদ হবার অবস্থায় আসিনি। আমি যখন তোমার মুখে শুনব যে, তোমার মনের সকল সন্দেহ দূর হ'য়ে গেছে, তুমি নিঃশেষে নিঃসন্দেহ হয়েছ, পরলোক তোমার প্রেমময়ী পত্নী তোমাকে দর্শন দান করবার জন্য শরীর ধারণ ক'রে তোমার সম্মুখে এসে বসেছেন, মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তোমার দিকে চেয়ে কথা বলেছেন, তখন আমার মনেও আর সন্দেহের অভাস মাত্র থাকবে না, সতু। আমি তোমার সঙ্গে সম আনন্দভরা উত্তেজিত মনে দুই হাত শূন্যের দিকে তুলে, 'স্বয়ম্ভূবাবার' নাম গান করতে করতে নৃত্য করব, আনন্দে ধূলায় গড়াগড়ি দেবো।"

সত্যেন মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ধন্যবাদ বিজু!" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতা ভেবে আমি নিঃসন্দেহ হচ্ছি যে, আমাদের মনের ঐকান্তিক আকুল প্রার্থনাকে পূর্ণ করবার জন্য, একটি অদৃশ্যশক্তি আমাদের এমনভাবে টেনে নিয়ে চলেছে, যেন আমরা কোন অযোগ্য ও বিরুদ্ধ স্থানে গমন করতে না পারি। তুমি যখন ট্রেনে আমাকে জানালে এই হোটেলে আসবার ব্যবস্থা স্থির করেছ, তখন আমি খুশী হ'তে পারিনি, বিজু। আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, ষ্টেশনের প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে বসে, মধ্যবর্তী সময়টুকু কাটিয়ে দেব। তাছাড়া আলাপ-অলোচনা করবার মত মনের অবস্থাও আমার ছিল না। কিন্তু ষ্টেশন

প্ল্যাটফরমে গাড়ী দাঁড়াবামাত্র আমার মনের বিরুদ্ধতা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি একটিবারও কোন প্রতিবাদ জানাতে না পেরে তোমার সঙ্গে গেটের বাইরে চলে এলাম। আচ্ছা, তুমি তো ইতিপূর্বে একবার এখানে এক সপ্তাহ কাল বাস ক'রে গিয়েছিলে? কিন্তু সেবারে কি প্রসাদ এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিল? করে নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেই বা কেন অযাচিত ভাবে 'স্বয়ম্ভুবাবার' কাহিনী আমাদের জানালেন? কে তাঁকে জানাবার জন্য প্রেরণা দিয়েছিল, বিজয়?"

বিজয় কহিল, "তোমার অদৃষ্টদেবতা, স্বয়ং ভগবান, তথা স্বয়ম্ভুবাবা যাই বলো না কেন, এইবার যে আমরা অজ্ঞান-তারূপ অন্ধকার থেকে, আলোকে পদার্পণ করতে চলেছি এ বিষয় আমার কোন সন্দেহই নেই, সতু। এই যে খানা উপস্থিত। এস, মুখহাত ধুয়ে আসি।"

"চল।" বলিয়া দুই বন্ধুতে বাথরুমে প্রবেশ করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্বক ডাইনিং টেবিলে মুখোমুখি উপবেশন করিয়া আহারে বসিল। আহার করিতে করিতে সত্যেন কহিল, "আমার মনের যা কিছু সন্দেহ ধীরে ধীরে যেন সরে যেতে সুরু হয়েছে বিজু। কু-সংস্কারের খোলস যেন আপনা থেকে খুলে গিয়ে নতুন জীবন, নতুন উন্মাদনা আহরণ করতে সুরু ক'রেছি। সমস্ত মন যেন পবিত্রতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। এবার আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, সত্যের আলো দেখার উপযুক্ত লোকের সন্ধান আমরা পেয়েছি।"

বিজয় কহিল, "তোমার মনের পবিত্রতা বৌ'ঠানই এনে দিচ্ছে

ভাই। মনে আর কোন কু-চিন্তাকে স্থান না দিয়ে সমস্ত মনপ্রাণ স্বয়ম্ভুবাবার শ্রীচরণে সঁপে দাও, সত্যেন। তা হলেই তোমার আকাংখা পূরণ হবে।"

সত্যেন কহিল, হ্যাঁ ভাই বিজু, আমিও স্থির করলাম, আমাদের অভীষ্ট দেবের দর্শন না মেলা অবধি মনকে কঠোর হয়ে দমন করব। এই সর্বনাশা মন একাধিপত্য করার সুযোগ পেয়ে এসেছে বলেই আমার সব কিছুকে স্থবির করে ফেলেছে। আমি আজ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছি, আমার এই সন্দিগ্ধভরা মনের পিছু ঘুরে নিজে উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে ম্লান করব না, ভাই বিজু।"

"ঈশ্বর তোমার সহায় হৌন" বলিয়া বিজয় হস্তদ্বয় একত্র করিয়া কপালে ছেঁায়াইল।

*

* *

সেদিন রাত্রি আটটার এক্সপ্রেসে কালকা যাত্রা করিবার জন্য দশ মিনিট পূর্বে মিঃ প্রসাদের সহিত সত্যেন ও বিজয় দিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেন ছাড়িতে তখনও দশ মিমিট বিলম্ব ছিল। মিঃ প্রসাদ সত্যেন ও বিজয়ের জন্য প্রথম শ্রেণীর তুইটি সিট পূর্বেই রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা আরোহণ করিলে, প্রাসাদ সত্যেনের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল, "তোমরা অনায়াসে ছোট সিমলায় ভাড়াটে ঘোড়া ও ভাড়াটে প্রহরী যত খুশী পেতে পারবে। প্রথমতঃ, হাঁটা তোমাদের অভ্যাস নেই, দ্বিতীয়তঃ, সংকীর্ণ বনপথে হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ জঙ্গলে ভ্রমণ করারও তোমাদের অভিজ্ঞতা নেই। আশা করি, আমার এই অভিজ্ঞতালব্ধজ্ঞান কাজে লাগাতে কিছু মাত্র অবহেলা করবে না, বন্ধু ?"

সত্যেন কহিল, "না, আর তা করব না। মনকে হাল্কা করতে যেটুকু যা করেছি তা ভুলে যেও, বন্ধু।"

প্রসাদ খুশী হইয়া কহিল, "তৃতীয়তঃ, তোমরা ভূতের বাড়ী ব'লে কুখ্যাত বাংলোয় রাত্রি যাপন করবে না। কারণ বহু লোকের মুখে যখন পৃথক পৃথকভাবে একই অভিযোগ বারংবার

শোনা যায়, তখন সেই অভিযোগের ভিতর যে সত্য বস্তু নিহিত থাকে, আশা করি তা তুমি ভালই বুঝতে পারো, সত্যেন?"

সত্যেন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তা পারি কিন্তু ভূতকে ভয় করবার শিক্ষা আমরা পাইনি বন্ধু। আমরা জানি, ভূত যদিই থাকে, তবে তারা অশরীরী আত্মা ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং শরীরধারীর নিকট অশরীরীরা শক্তি পরীক্ষায় পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। ফলে ভূতকে ভয় করবার মত কিছুমাত্র কারণ খুঁজে পাই না। তবে অমান্যও করব না!"

মিঃ প্রসাদের মুখভাব ম্লান হইল দেখিয়া, বিজয় ব্যস্তভাবে কহিল, "শোন বন্ধু তুমি দুঃখিত হয়ো না। আমি কথা দিচ্ছি, যদি আমরা তেমন কিছু বিপজ্জনক ব্যাপার দেখি, তবে মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব না করে, সেই বাড়ী ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যাব।"

মিঃ প্রসাদ ভালই বুঝিল যে তাহার সহস্র উপরোধ ও অনুরোধে কিছুমাত্র ফল দেখা দিবে না। সে কহিল, "দয়াময় ঈশ্বর যেন তোমাদের রক্ষা করেন, বন্ধু।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত দুই নীরব থাকিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিল, "তোমরা সিমলা থেকে দিল্লী যাত্রা করবার পূর্বে আমাকে তার ক'রে তোমাদের যাত্রার সংবাদ দান করবে কথা দিয়ে যাচ্ছ তো?"

"নিশ্চয়ই, বন্ধু নিশ্চয়ই।" সত্যেন সাগ্রহে কহিল, "তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পার। আমরা সে বিষয়ে কোন রকম ভুলই করব না।"

ট্রেন ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছিল। গার্ডের বংশীধ্বনি তীব্র শব্দে ধ্বনিত হইবামাত্র, মিঃ প্রসাদ উভয় বন্ধুর

সহিত আলিঙ্গন করিয়া কামরা হইতে অবতরণ করিলেন। এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটিতে আরম্ভ করিল।

কাল্‌কা এক্সপ্রেস ছুটিতে আরম্ভ করিলে, সত্যেন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "বন্ধু, প্রসাদ ভূতের ভয়েই অস্থির হ'য়ে পড়েছে! ভূতের ভয় এমনই ভয়ানক, একবার যে এই ভয়ের নিকট নতি স্বীকার করেছে আর কিছুতেই তাকে নির্ভর করা যায় না।"

বিজয় কহিল, "ভূত বলে যে একটা কিছু আছে তুমি বিশ্বাস করো সতু?"

সত্যেন কহিল, "না, বিজু। যা'কেই জিজ্ঞাসা করো, সে ভূত দেখেছে কি না, সে বলচে, না দেখিনি, অন্যে দেখেছে। আর কেউ যদি বলে দেখেছি, তবে সে বলবে, 'একটি কালো কুকুর চলতে চলতে হঠাৎ দেখি একটা গরু হয়েছে। তারপর দেখি, একটি নারীতে পরিণত হ'য়ে আমার কিছুদূর অগ্রে অগ্রে চলেছে। আমি যত জোরে যাই, তারও গতি তত দ্রুত হয়। ফলে তা'কে ধরা আর যায় না। শেষে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় সেই নারী মূর্তি।" এই বলিয়া সে মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং পুনশ্চ কহিল, "বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায়, তা না হয় যাক বিজু—সেজন্য তোমার আমার ভয়ের কারণ কি আছে?"

"কিছুমাত্র না, বন্ধু।" এই বলিয়া বিজয় বার্থের উপর বিছানো শয্যার উপর শয়ন করিল ও পুনশ্চ কহিল, "সারা অপরাহ্ণটা দিল্লীর দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বন্ধু। তুমিও শয়ন করো। তারপর কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ি এস।"

সত্যেন কহিল, "হাঁ আমাকেও খুব ক্লান্ত ক'রে ফেলেছে, বিজু আমিও তোমায় অনুসরণ করি।" এই বলিয়া সে শয্যার উপর শয়ন করিল। শয়ন করিবার পূর্বে তাহাদের কামরার দ্বারখানি বন্ধ করিয়া দিল।

ইহার পর নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে এক সময় তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। প্রথমে সত্যেনের যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল দেখিল ভোর চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। এক্সপ্রেস ট্রেন কৃষ্ণা পঞ্চমীর শেষ রাত্রের চন্দ্র কিরণে সমুজ্জ্বল ঘুমন্ত প্রকৃতির নিদ্রা ভঙ্গ করিতে করিতে বিপুল বিক্রমে গন্তব্য স্থান অভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

সত্যেন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাথরুমে প্রবেশ করিল এবং প্রাতঃকৃত্ত সমাধা করিয়া পোষাক পরিবর্তন করিয়া লইল। তারপর শয্যার উপর বসিয়া ট্রেনের বাতায়ন পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে প্রত্যূষ উপস্থিত হইল। চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণ স্তিমিত হইয়া আসিল। সত্যেন বন্ধু বিজয়কে জাগরিত করিয়া কহিল, "প্রভাত আসন্ন, বন্ধু। প্রস্তুত হ'য়ে নাও।" বিজয় ধড়মড় করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাথরুমে গমন করিল।

সর্ব রকমে প্রস্তুত হইয়া ব্যাগ-ব্যাগেজ বন্ধন করিয়া উভয় বন্ধু একটি বার্থের উপর উপবেশন করিল। হঠাৎ সত্যেন কহিল, "কালকায় আমাদের উপস্থিতি ঠিক ক'টার সময় ভাই বিজয় ?"

"সকাল সাতটায়, সতু।" বিজয় কহিল, "সাতটা বাজতে এখনও বিশ মিনিট সময় বাকি আছে। তারপর বেলা সাড়ে

৯টার সময় মিটার গজ রেলে সিমলা যাত্রা এবং অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় সেখানে উপস্থিতি, সতু।"

সত্যেন কহিল, "তারপর দীর্ঘ রাত্রি যে কোন একটা হোটেলে যাপন এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সিমলা যাত্রা এই ত, বিজু?"

"হাঁ, ভাই।" বিজয় কহিল, "কিন্তু ভুলে যেও না, আজ সন্ধ্যায় সিমলায় পৌঁছে আমাদের উভয়কেই মা'কে পত্র লিখতে হবে।"

সত্যেন ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "ঐ একটি কঠিন কাজ অর্থাৎ পত্র লিখে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা আমার পক্ষে কিছুতেই যেন সম্ভবপর হয় না। পত্র লেখা যেন আমার নিকট এক ভয়াবহ ব্যাপার বলে মনে হয়, বিজু। কাহাকেও পত্র লিখতে হবে, এই চিন্তা আমাকে উদ্বেগে আকুল করে তোলে।"

বিজয় হাস্যমুখে কহিল, "তা জানি সতু। বেশ আজ সন্ধ্যার পর জেঠীমাকে ত একখানা পত্র লেখ, তারপর না হয় আমিই বকলমে তোমার কাজ চালিয়ে নেব। তবে এক্ষেত্রে তোমার হস্তাক্ষর না দেখলে জেঠীমা কিছুতেই শান্ত হতে পারবেন না।"

"বেশ, তাই হবে।" সত্যেন ধীর কণ্ঠে কহিল।

ট্রেন প্রায় কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে কালকা ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি করিল।

দুইজন কুলীর মাথায় উভয়ের ব্যাগ-ব্যাগেজ যাহা ছিল চাপাইয়া দিয়া বিজয় কহিল, "এস সতু, সর্বাগ্রে ব্রেকফাষ্ট শেষ করে নিই চল। তারপরে সিমলা মিটার গজ ট্রেনে গিয়ে চড়ে বসব।"

কুলীদ্বয়কে রিফ্রেসমেণ্ট রুমের বাহিরে অপেক্ষা করিবাব জন্য আদেশ দিয়া সত্যেন ও বিজয় ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তাহাদের দু'জনের বেকফ্রাষ্ট দিবার জন্য একজন বয়কে আদেশ দিল।

ব্রেকফাষ্ট পর্ব শেষ হইলে বিল মিটাইয়া ও বয়কে বক্শীশ দিয়া সত্যেন ও বিজয় বাহিরে আসিল এবং কুলীদ্বয়ের সহিত মিটার গজ লাইনের প্লাটফরমে উপস্থিত হইয়া সিমলাগামী ট্রেনে তাহাদের জন্য পূর্ব হইতে রিজার্ভ করা কামরায় আরোহণ করিল।

ট্রেন ছাড়িতে তখনও প্রায় তিন কোয়ার্টারের অধিক সময় অবশিষ্ট ছিল। সত্যেন কহিল, "এইবার পাহাড়ের গা কেটে তৈরী করা প্রায় পঁচাত্তর মাইলের মত পার্বত্যপথ পরিক্রমা করতে করতে হিমালয়-শীর্ষে অবস্থিত সিমলা শহরে উপস্থিত হ'তে হবে।"

দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিজয় কহিল, "ঐ যে অদূরে পর্বত-শ্রেণী চারিদিকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে, এই পর্বত-প্রবাহ ভারত অতিক্রম ক'রে তিব্বত অবধি চলে গেছে, সতু। ট্রেন যেমন পার্বত্য-রেলওয়ে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর শীর্ষে আরোহণ করবে, ততই পার্বত্য জগতের দৃশ্য তোমার দৃষ্টিতে নব নব রূপে ধরা দেবে।"

সত্যেন ম্লানস্বরে কহিল, "এখন কোন সৌন্দর্যই আমার মন গ্রহণ করতে পারবে না, বিজু। যদি ভগবান আমার ঐকান্তিক আশা পূর্ণ করেন, তবেই আমি আমার আবার সকল কিছু দেখবার শক্তি ফিরে পাব, নইলে কিছুতেই আর তা সম্ভবপর হবে না, বন্ধু।"

বিজয় কহিল, "তুমি বড্ড বেশী ব্যাকুল হয়ে পড়েছ, সতু। আমাদের বিভ্রান্ত করে কৌতুক করার ইচ্ছা শ্রীভগবানের নেই। তা যদি থাকত, তা' হলে দৈবাদেশের মত এত সব অনাহূত পরামর্শ দাতার দর্শন মিলত না। তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে প্রকৃতিদেবীর এই অপরূপ সৌন্দর্যের ডালি গ্রহণ করে তপ্ত হৃদয়কে শান্ত কর। আমরা যদি সত্য পথে চালিত না হয়ে ভুল পথে চালিত হতাম, ধরার বুকে অধরার সৌন্দর্য সম্ভার দর্শন কদাচ সম্ভব হত না, বন্ধু।"

নির্দিষ্ট সময়ে বাঁশী বাজাইয়া, সিমলা-মেল ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গমন করিয়া ট্রেন পর্বতের গাত্র বেড়িয়া রেলপথ দিয়া উপরে আরোহণ করিতে লাগিল।

বেলা ঠিক এগারটার সময় সিমলা-মেল একটি ষ্টেশনে দাঁড়াইলে সত্যেন কহিল, "একটু যেন শীত শীত বোধ হচ্ছে ভাই, বিজু। জ্বর হয়েছে কি-না তাও-ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।"

বিজয় মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তা'হলে আমার এবং সমগ্র ট্রেনযাত্রীদের জ্বর হয়েচে, ধরে নিতে হবে। এই শীতের এক মাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে, গরম জামা-কাপড়, সতু।" এই বলিয়া সে মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল।

পুনশ্চ বিজয় কহিল, "দাও, তোমার সুটকেশের চাবিটা, বন্ধু। তোমার গরম স্যুটটা বার ক'রে দিই। এই প্রথম আমরা শীতের রাজ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছি। ট্রেন যত অগ্রসর হ'তে থাকবে, আমাদের শীতানুভূতি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।" এই বলিয়া সে নিজের ও সত্যেনের সুটকেশ হইতে দুইটি ফ্ল্যানেল

স্যুট বাহির করিয়া কহিল! "এস, পোশাক বদলে ফেলা যাক, সতু।"

পোশাক পরিবর্তন করিয়া সত্যেন কহিল, "আঃ বাঁচলাম। নইলে ভয় হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তা'হলে কোন আশাই আমার পূর্ণ হবে না, বিজু।"

বিজয় কহিল, "ভগবান নিষ্ঠুর নন, সতু। তিনি করুণাময় তিনি মানুষের মংগল ভিন্ন অমংগল কখনও করেন না, বন্ধু। আমারা বুঝতে পারি না, তাই আঘাত পেলে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করলে, প্রকৃত তার হেতু বুঝতে না পেরে তাঁকে অকারণ দোষারোপ করি, নিষ্ঠুর বলি এবং তাঁকে অস্বীকার ক'রে বসি।"

সত্যেন কহিল, "এস, বিজু মন আমার গ্রহণ করুক বা না করুক, চোখ ভ'রে ত দেখে নিই বিধাতার সৃষ্ট এই মনোরম দৃশ্য।"

বিজয় ধীর কণ্ঠে কহিল, "তোমার পরিবর্তন সুরু হয়েছে, সতু। শ্রীভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন। তিনি শুধু মঙ্গলময় নন, তিনি অন্তর্যামী এবং তাঁকে প্রাণ ও মন দিয়ে আহ্বান করলে সন্তানের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না।" এই বলিয়া সে প্রিয় বন্ধু সত্যেনের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল।

*

*   *

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ট্রেন আসিয়া সিমলা ষ্টেশনে দাঁড়াইল। সত্যেন ও বিজয় প্ল্যাটফরমের উপর অবতরণ করিলে, দুইজন কুলী কামরা হইতে তাহাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ নামাইয়া আনিল।

'তুষার প্যালেস হোটেলের' একজন গাইড সত্যেনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "হুজুর কি হোটেলে যাবেন।"

বিজয় উত্তর দিল। সে কহিল, "আপনি কি ওই তুষার প্যালেসের গাইড? চলুন, আজ রাত্রিটা আপনার হোটেলেই বাস করব।"

গাইড অতিশয় আনন্দিত হইয়া বিজয়কে অভিবাদন জানাইয়া কহিল, 'তুষার প্যালেস' এখান থেকে মাত্র ছয় মিনিটের পথ হুজুর। আপনারা হেঁটে যাবেন না রিক্সার বন্দোবস্ত করব?"

সত্যেন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমরা হেঁটে যাব, বন্ধু চলুন।"

"তাই আসুন, হুজুর।" এই বলিয়া গাইড কুলীদ্বয়কে- ব্যাগ-ব্যাগেজসহ তাহার সংগে আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

'তুষার প্যালেস' সিমলা অভিজাত হোটেলসমূহের ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল। দুইটি প্রথমশ্রেণীর স্যুইট রিজার্ভ করিয়া

সত্যেন ও বিজয় সেখানে রাত্রি যাপন করিল। হোটেলের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য আহার করিয়া উভয়েই যারপরনাই প্রীত হইল।

পরদিন প্রভাতে ব্রেকফাষ্ট করিয়া বিজয় হোটেলের ম্যানেজারকে আহ্বান করিয়া কহিল, "আমরা অর্ধঘণ্টার ভিতর ছোট সিমলা যাত্রা করতে চাই। আমরা এখানে প্রথম আগন্তুক। আমাদের দু'টি অনুরোধ আপনার নিকট করবার আছে, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা।"

ম্যানেজার মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা বিনীত কণ্ঠে কহিলেন "আদেশ করুন, স্যর ?"

"প্রথমতঃ, আমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ কয়েকটি দিনের জন্য আপনার জিম্মায় রেখে যেতে চাই। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ গত রাত্রে বেড়াতে গিয়ে, যে দুটি ক্ষুদ্র স্যুটকেশ ক্রয় ক'রে এনেছি তার ভিতরে নিয়ে যাব। দ্বিতীয়তঃ, দু'টি ঘোড়া ছোট সিমলা অবধি ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

ঝুনঝুনওয়ালা কহিলেন, "স্বচ্ছন্দে আপনাদের আদেশ পালিত হবে, স্যর। আপনারা বর্তমানে স্যুইট দুটো ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সামান্য জিনিষ-পত্র যা আছে তা আমার নিকট রাখতে চান, এই ত ? তা'ছাড়া আপনাদের কাজের শেষে ফিরে এসে ঐসব জিনিষগুলি নিয়ে কলকাতায় যাবেন, এই কথা ত স্যর ?"

"হাঁ, মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা। আপনার অনুমান প্রত্যক্ষ সত্য।" বিজয় কহিল।

ম্যানেজার কহিলেন, "বেশ, সেজন্য প্রয়োজন হয় আমি একটা রসিদ আপনাদের দিয়ে দেব। আর দু'টো ঘোড়ার ব্যবস্থা আমি

পাঁচ মিনিটের ভিতর ক'রে আপনাদের নিকট এখনই ফিরে আসছি।"

সত্যেন ধন্যবাদ দিয়া কহিল, "অবশ্য আমাদের কোন রসিদের প্রয়োজন নেই স্যর। তবে আপনার এই দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য যে কোন সংগত অঙ্কের ভাড়া দাবি করবেন, আমরা হাসিমুখে মিটিয়ে দেব।"

মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "না স্যর, কোন ভাড়াই দিতে হবে না। ফেরবার মুখে অন্তত দু'একদিন এই হোটেলে বাস ক'রে যাবেন, এই নিশ্চয়তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে স্যর।"

অল্প সময় পরে দুই বন্ধু অশ্বপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র সুটকেশ দু'টি বন্ধন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল। যাত্রা করিবার পূর্বে হোটেলের সমস্ত বিল ও ভৃত্যদের প্রত্যেককে ডাকিয়া তাহাদের বক্‌শীষ মিটাইয়া দিল।

অশ্ব প্রধান সহর হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিক দিয়া যখন গমন করিতেছিল তখন বিজয় কহিল, বন্ধু প্রসাদের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা অর্থহীনভাবে কতকগুলো ভাড়াটে প্রহরী সংগে নিয়ে যাত্রার বিলম্ব ঘটাব না, সতু। আমরা ছোট-সিমলায় উপস্থিত হয়ে, এই ঘোড়া দু'টো ছেড়ে দিয়ে, সেখানে অন্য দু'টো ঘোড়া ভাড়া নেব এবং যে কোন একটা হোটেলে আহারাদি সাংগ ক'রে সংগে সংগে গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা করব।"

সত্যেন কহিল, আমরা যদি বেলা একটার সময় ছোট সিমলা থেকে অশ্বারোহণে যাত্রা করতে পারি, তবে সন্ধ্যার এক ঘণ্টা

পূর্বে ভূতের বাংলো' নামে মিঃ প্রসাদ যে বাড়ীকে অভিহিত করে সাবধান করে দিয়েছেন আমরা সেখানে উপস্থিত হব। আমরা রাত্রিটা ঐ ভূতুড়ে বাংলোয় বাস করে পরদিন প্রভাতেই স্বয়ম্ভূ-বাবার আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করব।"

বিজয় হাস্য মুখে কহিল আমাদের এই সিদ্ধান্ত যদি বন্ধু প্রসাদ শুনতে পেত তাহলে নিশ্চয় সে হার্টফেল করে বসত। বয়স্ক ব্যক্তিরাও যদি ভূতের ভয়ে—অর্থাৎ যার কোন অস্তিত্বই নেই, অস্থির হন, তাহ'লে এ রোগের আর কি বিহিত করা যেতে পারে।"

বিজয় কহিল, "ধরো, যদি সত্যিই দেখতে পাই ভূতের অস্তিত্ব আছে তা'হলে আমাদের মনের একটা খুব বড়ো পরিবর্তন দেখা দেবে। ভূত আছে বিশ্বাস যখন করব, তখন পরলোক, জন্মান্তরবাদের প্রতি আমাদের গভীর অবিশ্বাসের মূলেও আঘাত লাগবে। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্যও বহুল…"

বাধা দিয়া সত্যেন কহিল, "চুপ করো, বিজু। আকাশ কুসুমের স্বপ্ন না দেখে, এস, আমরা যা অনুভব করছি, চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি, সে সব বাস্তব সত্যের উপর ভিত্তি ক'রে আলোচনা করি।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "বিজু, আমি যতই বন্ধু প্রসাদের অমূল্য পরামর্শের কথা ভাবছি, ততই আমার মন বন্ধুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার যে কল্পনা করতেও সারা দেহ শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে যে, আমার সব চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন-মানসী কল্পনাকে আমার পাশে বসে দীক্ষা নিচ্ছেন, দেখতে পাব। তুমি বল বিজু, আমি সেই পরিস্থিতি সহ্য করতে পারব ত ?"

"না পারবার ত আমি কোন হেতু দেখি না, সতু ? আমার একটা অনুরোধ, তুমি যদি সত্যই এমন ভাগ্যের অধিকারী হও, তবে আনন্দের প্রাবল্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল না, বন্ধু। ভাববে, যে দুর্লভ দর্শন তোমার ভাগ্যে সম্ভব হয়েছে, তা যদি চাপল্যের ফলে হারাও, তা'হলে আর কোনদিন তেমন মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে না।"

সত্যেন কহিল, "না, বিজু আমি কিছুতেই সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণকে অবহেলায় নষ্ট করব না।"

ছোট সিমলায় উপস্থিত হইয়া, সত্যেন ও বিজয়, অভিজাত হোটেল 'ফ্রীজিং'এর সম্মুখে অশ্বদ্বয় হইতে অবতরণ করিল এবং ক্ষুদ্র সুটকেশদ্বয় মুক্ত করিয়া লইয়া, অশ্বের মালিকের নির্দেশ মত উভয়ে শিক্ষিত অশ্বের পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "আড্ডামে চলা যাও।"

অশ্বদ্বয় প্রভুদ্বয়ের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সত্যেন কহিল, অদ্ভুত প্রথায় ট্রেনিং দেওয়া এই সব ঘোড়া, বিজু। শুনলাম যে, যাবার আদেশ পাওয়া ঘোড়া কাউকে ধরা দেবে না, অশ্বরা প্রধান আড্ডায় না পৌঁছে কোথাও মুহূর্তেরও জন্য দাঁড়াবে না।"

'ফ্রীজিং হোটেলে, আহারাদি করিয়া, ম্যানেজারের দ্বারা দুইটি তেজস্বী অশ্ব এক সপ্তাহের জন্য ঠিক করিয়া তাহারা অগ্রিম ভাড়া মিটাইয়া দিল। ম্যানেজার যখন শুনিলেন যে, যুবকদ্বয়ের সংগে কোন প্রহরী না লইয়া স্বয়ম্ভুবাবার আশ্রমে গমন করিবে, তখন

তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আপনাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে ?"

সত্যেন কহিল, "হাঁ, আমাদের প্রত্যেকের নিকট একটি ক'রে রিভলবার আছে। কিন্তু সে সবের কোন প্রয়োজন আছে কি না, বুঝতে পারছি না।"

ম্যানেজার কহিলেন, "আপনারা ত রাত্রেও ভ্রমন করবেন ?"

সত্যেন কহিল, "না। কারণ আমরা শুনেছি, যে, বনের শেষ অর্ধাংশে হিংস্র বাঘ ও অন্যান্য মাংসাসী হিংস্র জন্তু প্রচুব পরিমাণে আছে। সুতরাং রিভলবারের মত একটি ক্ষুদ্র অস্ত্র হাতে নিয়ে নিরাপদে অপর অর্ধাংশ অতিক্রম করা সম্ভবপর হবে না। ফলে বিশ্রামের জন্য নির্মিত বাংলোয় আমরা রাত্রি যাপন করবার সিদ্ধান্ত করেছি।

ম্যানেজার বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "খুব সম্ভবত আপনারা বাংলোর সত্য ইতিহাস জানেন না, সত্যেনবাবু ?"

সত্যেন মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "হাঁ, জানি স্যর। আপনি ভূতের কথা বলেছেন তো ? কিন্তু ভূত আমাদেব কিছু অনিষ্ঠ করতে পারবে না। কারণ আমরা তাদের সংগে বিবাদ না করে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার দুর্দম ইচ্ছা নিয়ে চলেছি।" এই বলিয়া সে মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ম্যানেজার কহিলেন, "কিন্তু বিশেষভাবে যদি ভেবে দেখতেন আপনারা, আমি আনন্দিত হ'তাম। যাই হোক, বাধা না দিয়ে আপনাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা জানাচ্ছি, স্যর।"

সত্যেন ও বিজয় ম্যানেজারকে ধন্যবাদ ও বিল মিটাইয়া দিয়া,

ঠিক অপরাহ্ন একটার সময় হোটেল হইতে অশ্বারোহণে যাত্রা সুরু করিল।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। দূরে পূর্বদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়ের উপর সূর্যের রশ্মি পড়েছে। দেখে মনে হয় সোনার পাহাড়। কখনও বা নীল আকাশের নীচে উড্ডীয়মান পাখী দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বসন্তের মৃদুমন্দা সমীরণে সত্যেন ও বিজয় কারো মুখেই কোন ভাষা নাই।

হঠাৎ ঘোড়ার ঝাকুনীতে বিজয় প্রথম কথা বলিল। একটু ঠাট্টার সুরে বলিল—তোমার মৃত পত্নীর সন্ধানে, গৃহ থেকে না বেরোলে কোন দিনও এই মনোরম দৃশ্যের সাক্ষাৎ পেতাম না।

সত্যেন মৃদু হাস্যমুখে বলিল, আমার উদ্দেশ্য যদি সফল নাও হয়, তবু দুঃখীত হব না। বরং সুখী হব যে তোমার মত প্রাণাধিক বন্ধুকে একটু তৃপ্ত করতে পেরেছি।

*

*　　*

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়, সত্যেন ও বিজয় একটি মনোরম স্থানে অবস্থিত, পরম সুন্দর বাংলোর আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলে, সেখানে নিযুক্ত চৌকিদার তাহাদের অভিবাদন করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল। সে সত্যেনের দিকে চাহিয়া কহিল "আপনারা ত সন্ধ্যার পূর্বেই যাত্রা করবেন, হুজুর ?"

সত্যেন ও বিজয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কহিল , "না, চৌকিদার। আমরা আজ রাত্রে এই "বাংলোয় বিশ্রাম করব।"

চৌকিদার নানা প্রকারে বুঝাইয়াও যখন যুবকদ্বয়ের মত পরিবর্তন করিতে পারিল না, তখন ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "ভগবান জানে, আমি আপনাদের বার বার নিষেধ করেছি কিন্তু আপনারা যখন শুনবেন না, তখন শুনুন, হুজুর, আমি সন্ধ্যার পূর্বেই এখান থেকে চলে যাব। আমি কোন হেতুর জন্যই রাত্রে এখানে থাকতে পারব না, হুজুর। বলুন আপনাদের আহারের কি ব্যবস্থা করব ?"

বিজয় কহিল "আমরা খাবার ছোট-সিমলা থেকে সঙ্গে করেই এনেছি। তবে কয়েকটা ডিম সিদ্ধ ক'রে যদি দিতে পার..."

"এখনই দিচ্ছি, হুজুর।" এই বলিয়া চৌকিদার, বাংলোর সম্মুখভাগে অবস্থিত একটি সুসজ্জিত কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে সিদ্ধ ডিম দিয়া, চৌকিদার বিদায় লইবার পূর্বে কহিল, "দেখবেন, হুজুর সাবধানে থাকবেন, আমাকে অপরাধী করবেন না।"

"না, ব্রাদার, না।" সত্যেন হাস্যমুখে কহিল, "ঘোড়া দু'টোকে দানা ও ঘাস দিয়েছ ত?"

চৌকিদার কহিল "প্রচুর পরিমাণে দিয়েছি, হুজুর। এখানে ওসব বিষয়ে কোন অভাবই নেই। মাত্র শয়তানের দলে আশ্রয় নিয়েই সর্বনাশ করেছে, হুজুর।" এই বলিয়া সে বারবার অভিবাদন করিয়া, মার্জনা চাহিয়া প্রত্যূষে আসিয়া ব্রেকফাষ্ট করিয়া দিবে জানাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার অল্প সময় পরে, আকাশে চন্দ্রদেব উদয় হইলেন। বনানীর ভিতর মুক্ত উপত্যকার উপর নীলবর্ণের বাংলোর বারান্দায় নির্মেঘ আকাশ হইতে জ্যোৎস্না পড়িয়া, মনোরম শোভা ধারণ করিল। বিজয় কহিল, "এস, সতু, আমরা বারান্দায় বসে গল্প করি। জীবনে যে কোনদিন এমন দৃশ্য দেখব, কল্পনাও করতে পারিনি, ভাই।" এই বলিয়া উভয় বন্ধু কক্ষের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দুইখানি কৌচের উপর বসিল।

সত্যেন কহিল, "এমন সুন্দর শান্ত পরিবেশ, চারিদিক উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত নিরাপদ স্থানেও মানুষ বাস করতে পারে না, এমন মর্মান্তিক দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে, বিজু?"

বিজয় কহিল, "এই তথাকথিত ভূতের ভয় দেখিয়ে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা, বিনা ব্যয়ে ও নিজেদের কোন হীন

উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এখানে বাস ক'রে থাকে। হাঁ, তোমার রিভালবারটা সঙ্গে আছে ত, সতু? না থাকে কাছে নিয়ে বস।"

সত্যেন কহিল, "আছে। কিন্তু কোন প্রয়োজনেই লাগবে না বিজয়। তা'ছাড়া, কোন দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা যদি আমাদের ভয় দেখাতে চায়, তা'হলেও, আমাদের সতর্ক হয়ে, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করতে হবে, ভাই। আমরা যেন নররক্তে হাত কলুষিত করে না ফেলি সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে।" এই বলিয়া সে সম্মুখ দিকস্থ হিমালয়ের সু-উচ্চ-চূড়ার দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে বসিয়া থাকিয়া আবেগাপ্লুত স্বরে কহিল, "আমি যদি আমার অবশিষ্ট জীবনকাল এমম এক পরিপূর্ণ মহান পরিবেশের ভিতর অতিবাহিত করবার সুযোগ পাই তবে আর কোন কিছুরই প্রার্থনা থাকে না আমার। কি অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের সমাবেশ বলত বিজু?

বাংলোর ঘরিতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি আটটা বাজিবার শব্দ হইতে লাগিল। বিজয় কহিল, "রাত্রি আটটা সতু। এস আমরা আহারপর্ব শেষ করে নিই।

সত্যেন ম্লান স্বরে কহিল, "বেশ এখানেই নিয়ে এস ভাই। এখান থেকে উঠতে মন চাইছে না।"

বিজয় কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাই আনছি। তুমি বস। এই বলিয়া সে তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল।

কক্ষের ভিতর কেরোসিন তৈলের একটি ঝুলানো ঝাড়ের

আলো জ্বলিতেছিল। বিজয় কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া যে টেবিলের উপর তাহাদের ক্ষুদ্র স্যুটকেশ দুইটি ও চৌকিদারকে দিয়া সিদ্ধ ডিমগুলি একটি কাঁচের পাত্রে রাখা হইয়াছিল সেই দিকে দুই পা গমন করিয়াই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে দেখিল একটি পরমা সুন্দরী তরুণী মেয়ে উক্ত টেবিলের উপর বাম হস্তটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের মুক্ত অবগুণ্ঠন অর্ধাংশের উপর ঝাড়ের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া স্পষ্টভাবে তাহার কমণীয়া মুখখানি ও একটি ঘনপক্ষ্মী আয়ত চক্ষু এবং কপালের অর্ধাংশের উপর দূর থেকে বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল।

বিজয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সে ধারণা করিল যে তাহাদের পূর্বে নিশ্চয়ই অন্য কোন যাত্রীরা বাংলোর অপর কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সে তরুণীর ভুল ভাঙ্গিবার জন্য কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াই দেখিল মেয়েটি কক্ষের ভিতর দিকের সংযোগ স্থলের অভিমুখে গমন করিতেছে।

বিজয় সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত কয়েক পরে মেয়েটি দরজার নিকট গমন করিবামাত্রই একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিজয় বুঝিল যে তাহার ধারণাই সত্য হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া টেবিলের উপর হইতে যে স্যুটকেসে খাদ্য ছিল সেই স্যুটকেসটি একহাতে তুলিয়া লইয়া অন্য হাতে সিদ্ধ ডিমের পাত্রটি ধারণ করিল এবং সহসা তাহার দৃষ্টি সংযোগ দরজার প্রতি নিবদ্ধ হইলে সে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে দেখিল যে সংযোগ দরজা

পূর্বেকার মতই ভিতরের দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে।

বিজয়ের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল যে, তবে কি সে ভুল দেখিয়াছে? ভুল দেখিয়াছে সে? অসম্ভব! সে মাত্র চার হাত দূরে উজ্জ্বল আলোকে যে সুরূপা তরুণীকে দেখিয়াছে, তাহা কখনও চক্ষুর ভ্রম হইতে পারে না। তবে কি ইহা? বদ্ধ দ্বারের ভিতর দিয়া মেয়েটি অদৃশ্য হইলেন কি করিয়া।

ভাবিতে ভাবিতে বিজয় কক্ষের বাহিরে আসিতেই সতু কহিল, "আরও দুইজন ভদ্রলোক এই বাংলোতে আশ্রয় নিয়েছেন, বিজু। তুমি কক্ষের ভিতর যাবার পর, তাঁরা পূর্বদিক থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমদিকের বারন্দায় চলে গেলেন।"

বিজয় তাহার হাতের ভার একটি চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, "তুমি তাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলে নাকি সতু?"

সত্যেন বলিল, "না, বিজু। তাঁরা এমন গম্ভীর মুখে ও অন্যমনস্কভাবে, কোনদিকেই না চেয়ে চলে গেলেন, আমাকে যে তাঁরা দেখেছেন বলে মনেই হ'ল না। খুব সম্ভবত তাঁরা কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করছিলেন।"

বিজয়, তাহার দ্বারা দৃষ্ট তরুণীর কথা বিবৃত করিয়া বলিল, "এস আমরা আহার-পর্ব শেষ করে নিই।" এই বলিয়া সে সুটকেশ হইতে পাউরুটি, কলা, চিনি, মাখন প্রভৃতি এবং থারমসে রক্ষিত কফির পাত্রটি বাহির করিয়া উভয়ে আহার করিতে লাগিল।

এক সময়ে সত্যেন বলিল, "কিন্তু একটা বিষয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়েছি, বিজু। যে দু'জন ভদ্রলোকের কথা বললাম, তাদের

দেহে যে জাতীয় পোষাক ছিল, তা ইদানীং কালের কোন জাতির অংগে দেখা যায় না। মনে হয়, সম্রাট আকবরের সময়ে তার সভাসদেরা, সম্রাট পরিবারের যুবরাজেরা যেমন মূল্যবান ও স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত পোষাক পরিধান করতেন, এঁদের অংগেও সেই রকম জমকালো পোষাক ছিল।"

বিজয় চিন্তিত মুখে বলিল, "হয়তো পশ্চিমের কোন নবাব-বংশের লোক ওঁরা ?

"না বন্ধু।" সত্যেন বলিল, "আমার তা মনে হল না। তাঁদের শীর্ণ ধবধবে প্রায় শ্বেতবর্ণ চেহারা দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে তারা রাজপুত রাজ-বংশীয় হবেন। সে যাই হোক কাল প্রাতে আলাপ করবার পর আমাদের যাত্রা আরম্ভ করলেই হবে। আহার পর্ব শেষ হইল। চৌকিদার কর্ত্তৃক রক্ষিত হাত-মুখ ধুইবার জলে মুখ-হাত ধৌত করিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি চেয়ারের উপর রাখিয়া দিয়া বিজয় কহিল "এখন এখানে বসেই গল্প করি এস সত্যেন। তারপর ঘুম পেলে কক্ষের ভিতরে গিয়ে শয়ন করব।"

সত্যেন মৃদু হাস্যমুখে বলিল, "সারারাত্রি এখানে থাকলেও আমার আপত্তি নেই, বন্ধু।"

বিজয় বলিল, "বাংলোর বারান্দা ঘুরে একটু পায়চারী করলে……

সহসা বাংলোর অনতিদূরে একটি ব্যাঘ্রের প্রচণ্ড রব উত্থিত হইয়া বনানী ও আকাশ কম্পিত করিয়া তুলিল। সত্যেন ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "ব্যাঘ্র প্রবর একেবারে সদর দ্বারে এসে

উপস্থিত হয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের গন্ধ পেয়েছেন বন্ধু।"

বিজয় হাস্যমুখে বলিল, "কোন উপায়েই বন্ধুর পক্ষে ঐ" সুদৃঢ় ও সুউচ্চ বেষ্টনী প্রাচীর অতিক্রম করা সম্ভবপর হবে না সতু। তা'ছাড়া পার্বত্যদেশে বিশেষ করে রাত্রিকালে এক কি দুই মাইল দূরের ব্যাঘ্ররবও একেবারে নিকটে ব'লে মনে হয়ে থাকে।"

সত্যেন একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিয়াই, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বিজয়কে নতস্বরে কহিল, "বিজু ঐ যে তারা এদিকেই আসছেন। এবারে সংগে তাদের একটি অল্পবয়স্কা মহিলা রয়েছেন—দেখছি।"

সত্যেনের নির্দেশে বিজয় দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, উষ্ণীষ ও দীর্ঘ তরবারিধারী দুইজন সুদীর্ঘ আকৃতি যুবকের মধ্যস্থলে কক্ষের ভিতর পূর্বদৃষ্ট তরুণী মেয়েটি পূর্বদিক হইতে তাহাদের দিকে আসিতেছে।

সত্যেন নতস্বরে কহিল, "ওদিকে যেও না, বিজু। ওরা নিজেদের অপমানিত ব'লে ভাবতে পারেন! সংগে মহিলা রয়েছেন কিনা!"

যুবক দুইজন ও তরুণী মেয়েটি ধীরে সত্যেন ও বিজয়ের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, সহসা সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ইংরাজিতে কহিল, "শুভরাত্রি, ভদ্রমহোদয়গণ!" কিন্তু তাহারা যে সত্যেনের কথা শ্রবণ করিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাহারা যেমন যাইতেছিল, তেমনি ভাবেই যাইতে লাগিল।

সত্যেন ও বিজয় সবিস্ময়ে দেখিল যে, দীর্ঘ দক্ষিণ বারান্দার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া, তাহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উভয় যুবক তরুণীর দিকে চাহিয়া, উত্তেজিতমুখে কিছু বলিতেছে।

সত্যেন নত স্বরে কহিল, "কি ব্যাপার বলত বিজু। ওরা কি বিবাদ করছেন?"

বিজয় বলিল, হাবভাবে তাই তো মনে হয় সতু। কিন্তু দেখ দেখ ওরা যে দু'জনেই নিজেদের তরবারি কোষমুক্ত করছেন?"

সত্যেন ও বিজয় শংকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, যে তরুণী মেয়েটি অকস্মাৎ বিকট এক কর্ণবিদারী চিৎকার করিয়া বারান্দার দেওয়ালের নিকট আর্তমুখে সরিয়া দাঁড়াইল এবং উভয় যুবক বিপুল বিক্রমে পরস্পরের সহিত তরবারি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল।

সত্যেন ও বিজয় স্থাণুর মত বসিয়া রহিল! তাহারা যেন সকল শক্তি নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিল, শুধু উভয়ের দৃষ্টি এক ও একান্ত হইয়া যুবকদ্বয়ের তরবারি-যুদ্ধের প্রতি নিবদ্ধ রহিল। উভয়ে সহসা দেখিল একটি যুবক অপর যুবকের মস্তক তরবারি আঘাতে দেহবিচ্যুত করিয়া ফেলিল। রক্তের বন্যায় বারান্দা ভাসিয়া যাইতে লাগিল এবং আততায়ী যুবক পর মুহূর্তে, অসামান্যা তরুণী মেয়ের বাম হস্তে চুলেরগুচ্ছ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দাক্ষণ হস্তের তরবারি, তরুণীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল এবং পর-মুহূর্তে নিজ বক্ষে, নিজ হস্তে রক্তাক্ত তরবারিখানি বিদ্ধ করিয়া প্রায় তরুণীর মৃতদেহের সহিত বারান্দার উপর সংগে সংগে পড়িয়া গেল ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

সত্যেন ও বিজয় আর্তকণ্ঠে একটা তীব্র দুর্বোধ্য চিৎকার

করিয়া, তাহাদের পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিতে গেল। কিন্তু তাহাদের হস্তদ্বয় যেন অকারণে অবশ হইয়া গেল। রিভলভার তুলিতে না পারিয়া, কৌচের উপর মুখ চাপিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

এরূপভাবে কয়েকটি মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল। সহসা পুনশ্চ একটি ব্যাঘ্রের হুংকারে তাহাদের পক্ষাঘাত-দুষ্ট ভাবটি নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং উভয়ে কৌচের উপর সোজা হইয়া বসিয়া পরে মৃতদেহ তিনটির দিকে চাহিয়া দেখিতেই, তাহাদের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "এ কি ব্যাপার!"

তাহারা দুই বন্ধুতে দেখিল যে, বারান্দার উপর কোথাও মৃতদেহগুলি নাই। কয়েক মিনিট পূর্বে যে বারান্দা রক্ত প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, সেখানে বিন্দুমাত্র রক্তের আভাষ মাত্রও নাই। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে বারান্দা ভাসিয়া যাইতেছিল।

বিজয়ের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া সত্যেন বলিল, "আমরা কি স্বপ্ন দেখছিলাম বিজু?"

বিজয় দুই করতলে আপন দুই চক্ষু মার্জনা করিয়া বলিল, "আমিও তোমাকে ঠিক ঐ প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম সতু। তবে আমরা যে স্বপ্ন দেখছি না, সেটুকু আমি অনায়াসে বলতে পারি, বন্ধু। ঐ ঐ শোন।"

এমন সময়ে বাংলোর ভিতর হইতে বহু নারীকণ্ঠে উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করিয়া কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। সত্যেন বলিল, "কিন্তু কারা ওরা বল ত বিজু?"

"যাঁরা আমাদের চোখের সামনে মারা গেলেন ও অদৃশ্য হলেন,

খুব সম্ভবতঃ তাদেরই আত্মীয়-স্বজনেরা ক্রন্দন করছেন, সতু।” এই বলিয়া বিজয় সত্যেনের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল।

সত্যেন কহিল, “কি ভয়ানক ব্যাপার, বিজু। ঐ দেখ, কারা শব কাঁধে ক'রে আসছে।”

দেখা গেল, তিনটি ফুলে-ফুলে সজ্জিত শবাধার স্কন্ধে করিয়া বহুলোকের শবযাত্রা বাহির হইতেছে। বরকন্দাজগণ সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি শত শত লোক নীরবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। মধ্যস্থলে প্রায় ত্রিশজন মহার্ঘ পরিচ্ছেদে ভূষিতা নারীরা বক্ষে আঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবানুসরণ করিতেছে।

সত্যেন ও বিজয় পুনশ্চ যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের নড়িবার শক্তি পর্যন্ত নিমেষে লয় পাইয়া গেল। তাহারা শবযাত্রীদের প্রতি পলকহীন চক্ষু মেলিয়া বসিয়া রহিল।

শবযাত্রা শেষ হইয়া গেল। তাহার পর সমগ্র স্থান নিস্তব্ধ ও নির্জন হইয়া পড়িল। সত্যেন ও বিজয় একই ভাবে বসিয়া রহিল।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীরতর হইতে লাগিল। সত্যেন ও বিজয় সহসা সচকিত হইয়া, কৌচের উপর সোজা হইয়া বসিল। সত্যেন তাহার চক্ষুদ্বয় উত্তমরূপে মার্জনা করিয়া বলিল, “বিজু?”

বিজয় ম্লান কণ্ঠে কহিল, “বল সতু?”

সত্যেন কহিল, “আমরা যা দেখলাম নিশ্চয়ই ভৌতিক কাণ্ড?”

বিজয়ের উত্তর দিবার অবসর মিলিল না। সহসা একটি তরুণী-কণ্ঠে সুমধুর হাস্যধ্বনি সংগীতের মূর্চ্ছনায় ঝংকৃত হইয়া

তাহাদের নিকটতর হইতে লাগিল এবং তাহার ঠিক পশ্চাতে দ্রুত পদশব্দ উত্থিত হইল। তাহারা দেখিল, যে-তরুণীকে তাহারা তরবারির আঘাত অল্প সময় আগে হত হইতে দেখিয়াছে, আবার সেই নারী উচ্ছল হাস্যে মুখর হইয়া সারা বাংলোখানি কাঁপাইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে।

সহসা সেই নারীমূর্তি, সত্যেন ও বিজয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাঁড়ইয়া পড়িল। প্রাগ অস্তাচলগামী চন্দ্রকিরণ তরুণীর মুখের উপর পড়িয়া, হাস্যমুখী অসামান্যা মেয়েকে অপূর্বদৃষ্ট বস্তুরূপে প্রতিভাত করিতে লাগিল। এমন সময়ে দখিণা বাতাসে তরুণীর অঙ্গের ও মস্তকের ওড়না একদিকে উড়িয়া গেলে, তাহারা উভয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তরুণীর বামগণ্ডের ভিতর দিয়া একটি দীর্ঘ তরবারি প্রবেশ করিয়া তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। তরুণীর সেই বীভৎস মূর্তি দেখিয়া, আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কৌচের উপর যে যেখানে ছিল সেখানেই জ্ঞান হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

বিজয় ও সত্যেনের জ্ঞানহীন দেহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে এই প্রত্যয় হইবে যে, এক শ্রেণীর অজ্ঞাত শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণহীন দেহ দুইটি ভূমিতে লুটাইতেছে। তাহাদের হৃদপিণ্ড স্পন্দন শূন্য ভাবিলেও ভুল হইবে না।

*

*　*

ধীরে ধীরে প্রভাত হইতে লাগিল। প্রত্যূষের স্তিমিত আলোক ধীরে ধীরে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে পরিবর্তিত হইলে, সত্যেনের মূর্ছা ভাংগিয়া গেল। সে কৌচের উপর সোজা হইয়া বসিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বিজয়কে নিদ্রিত মনে করিয়া ডাকিল, "বিজু ওঠো, প্রভাত হয়েছে।"

বিজয়কে কয়েকবার ডাকিবার পর, তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, বাংলোয় চৌকিদার তাহাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বহির্দ্বারের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

চৌকিদারকে দেখিয়া সত্যেন মৃদু হাস্যমুখে বলিল, "আমরা বেঁচে আছি. ভাই, তুমি তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য ব্রেকফাষ্টের আয়োজন শেষ করো। আমরা আর এক ঘণ্টার ভিতর যাত্রা আরম্ভ করব।"

চৌকিদার অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনাদের ঘোড়া দু'টিকে দানা দিয়ে এসেছি, হুজুর। ব্রেকফাষ্ট তৈরি করতে পনেরো মিনিটের বেশী সময় নেব না।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সত্যেন বলিল, "বিজু, আলোচনা পরে হবে, এস আমরা স্নান সেরে নিই।" এই বলিয়া সে বাথ-রুমের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদু হাস্যমুখে পুনশ্চ বলিল, "বিজু শ্রীভগবান যে মানুষের অজ্ঞাতপ্রসূত অমংগল কোন্ পথে দূর ক'রে দেন, তা যেমন গত রাত্রের ঘটনায় নিঃসন্দেহে অনুভব করেছি, তেমন আর কোন দিনও পারিনি ভাই। আমাদের পুনর্জন্ম হয়েচে।" বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

স্নানান্তে সত্যেন ও বিজয় ব্রেকফাষ্ট সমাধা করিয়া তাহাদের দ্রুতগামী অশ্বদ্বয়কে সজ্জিত করিবার জন্য চৌকিদারকে আদেশ দিল।

চৌকিদার তাহাদের আদেশ পালন করিয়া আসিলে চৌকিদারকে তাহার বিল ও বকশীষ মিটাইয়া দিয়া সত্যেন বলিল, "এই ডাকবাংলো কতদিন হ'ল নির্মিত হয়েছে চৌকিদার?"

চৌকিদার বলিল, "মাত্র ছয় কি সাত বছর হবে, হুজুর! পূর্বে এখানে এক মহারাজের গ্রীষ্মাবাস ছিল। শুনি তাঁদের বংশে আর কেউ বেঁচে নেই। এখন যিনি এইটা বাংলো তৈরী ক'রে দিয়েছেন তিনি সেই ভগ্নপ্রায় বাড়ী ক্রয় ক'রে উপরের দুটি তালা ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে নিম্নতলা প্রায় অবিকৃতভাবে রেখে সংস্কার ক'রে এই বাংলোয় পরিণত করেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় হুজুর, আজ চার বছর যাবৎ ভূতের উপদ্রবে এখানে কেউ একটা রাতও টিঁকতে পারেন না। অনেকেই ভয়ে হার্টফেল করে মরে গেছেন, হুজুর।" এই বলিয়া সে

মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "হুজুরদের চিন্তায় আমি গত রাত্রে ঘুমুতে পারিনি। ভগবান রামচন্দ্রজী যে আপনাদের কুশলে রেখেছেন এবং আপনারা কোনরূপ ভয় দেখেন নি, শুনে মনে হচ্ছে, আবার বোধ হয়, এখানে যাত্রীরা থাকতে পারবেন। আপনারা কি অসাধারণ কিছুই দেখেন নি হুজুর।"

সত্যেন গম্ভীর মুখে বলিল, "হাঁ, দেখেছি, চৌকিদার। তবে হার্টফেল ক'রে মরি নি। সে যাই হোক, আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি।" এই বলিয়া সে বিজয়ের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

চৌকিদার বলিল, "ফেরবার মুখে আপনারা কি এখান দিয়ে যাবেন হুজুর ?"

সত্যেন ম্লান হাস্যমুখে বলিল, "বলতে পারি না, চৌকিদার। যদি অন্য কোন সহজ পথ আবিষ্কার না হয়, তবে বাধ্য হয়েই এই পথে যেতে হবে। কিন্তু এই বাংলোয় আর কোন হেতুতেই রাত্রিবাস করব না।

চৌকিদারের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে ভক্তি ভরে দাতা হুজুরদের দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া, বিদায় সম্ভাষণ জানাইল।

সত্যেন ও বিজয় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথে পাশাপাশি থাকিয়া কিছুদূর পথ, গত রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া, স্বয়ম্ভুবাবার আশ্রম অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

বেলা তখন মাত্র ১১টা বাজিয়াছে, সত্যেন ও বিজয় তখন

মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ভিতর অবস্থিত স্বয়ম্ভুবাবার আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তখন তাহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

আশ্রমের বহির্দ্বারে তাহারা একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল। মনে হইল যেন তিনি তাহাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

তাহাদের কিছু বলিতে হইল না সন্ন্যাসী নিজেই আগাইয়া আসিয়া স্নিগ্ধ হাস্যমুখে বলিলেন, "এস, আমি তোমাদেরই জন্য দাঁড়িয়ে আছি। সত্যেন ও বিজয় বিস্মিত হইয়া এই সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিল এবং অভিভূত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী তাহাদের গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। সত্যেন বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল বলিল, আমরা যে আসছি আপনি কি ক'রে জানলেন?"

সন্ন্যাসীর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, যিনি জানবার মালিক তিনি সমস্তই জানেন বাবা। তোমরা যে তাঁরই আদিষ্ট।

এ কথায় গূঢ় তাৎপর্য তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া ঐ গাছতলায় উপস্থিত থাক, পরে আমি ওদের ব্যবস্থা করছি। তোমরা এখন আমার সংগে এস। প্রভু, তোমাদের দর্শন দান করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

সত্যেন ও বিজয় তাঁহার অনুগমন করিল। আশ্রমের এক নিভৃত কক্ষে স্বয়ম্ভুবাবা তাঁহার আসনে বসিয়া আছেন। মনে হইল, তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। সত্যেন ও বিজয় অভিভূতের মতো আগাইয়া চলিয়াছে। যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাহাদের আকর্ষণ করিতেছে। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই, যেন নিজেদেরই সমর্পণ করিতে পারিলেই তাহারা বাঁচে।

কিন্তু কোথা দিয়া কি হইয়া গেল তাহা বুঝিবার পূর্বেই স্বয়ম্ভুবাবার পাদস্পর্শ করিতেই তাহারা জ্ঞান হারাইয়া পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিল।

যে সন্ন্যাসী তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর পরিচর্যার ভার দিয়া স্বয়ম্ভুবাবা তাঁহার গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যথাসময়ে আবার উহাদের ডাক পড়িল। তাহারা তটস্থ হইয়া উপস্থিত হইতেই স্বয়ম্ভুবাবা বলিলেন, "তোমাদের পূর্বস্মৃতি কিছু মনে পড়ে।"

তাহারা মনে করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই তাহাদের স্মরণে আসিল না।

স্বয়ম্ভুবাবা তাহাদের উভয়ের মস্তকোপরি আপন হস্তদ্বয় রক্ষা করিলেন। বলিলেন, "এবার দেখো দেখি, কিছু দেখতে পাও কি না?"

তাহারা উভয়েই বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহাদের পরিত্যক্ত ল্যাংটা, দণ্ডী এবং কমণ্ডলু গুহার একপ্রান্তে রক্ষিত হইয়া

রহিয়াছে। এমন কি তাহাদের ব্যাঘ্র-চর্মাসনটি পর্যন্ত সেই সংগে সযত্নে রক্ষিত।

তাহারা দু'জনে একই সংগে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "গুরুদেব!"

স্বয়ম্ভুবাবা হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "ঘাবড়াও মাৎ! গত জন্মে তোমাদের সাধনা সম্পূর্ণ হয় নি, তাই আবার এখানে তোমাদের আসতে হয়েছে। ঐ যে দেখছ পরিত্যক্ত আসন আর দণ্ডী, ও সব তোমাদেরই। আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছি। তোমাদের দীক্ষা দিয়ে আবার আমি হিমালয়ে চলে যাবো।"

সত্যেন কহিল, "যদি এত কৃপাই করলেন, তবে দয়া ক'রে আমাদের পূর্বস্মৃতিকে জাগরূক রাখুন।"

স্মৃতিকে জাগাতে হয় এও সাধনার কাজ। তোমরা তো এগিয়েই চলেছে—একটু অভ্যাসেই সব ফিরে পাবে। সাধন-পথে বিজয় ছিল তোমারই দোসর, তাই এজন্মে ও তোমার বন্ধু হয়েই এসেছে।"

—"এখানে আমাদের আসার কারণও কি আপনি…?"

—"আমি তোমাদের আকর্ষণ করেছি।"

বিজয় কহিল, "আপনি কি জানতেন, কোথায় কি ভাবে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি।"

স্বয়ম্ভুবাবা মৃদু হাস্য করিলেন।

সত্যেন উত্তেজিত হইয়া উঠেছিল। সে বলিল, "সবই যখন জানতেন, তখন আবার আমাকে এইভাবে গৃহী করলেন কেনো?"

—"গৃহী না হলে তার মুক্তি নেই। তোমাকে সেইজন্যেই এবারে আসতে হয়েছে। বিজয়ের গৃহের আর কোন প্রয়োজন নেই। তবু তোমার জন্যেই আবার তার ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে।"

সত্যেন বিস্মিত হইয়া বলিল "আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে?"

—"সংসারে থেকেই সাধন করতে হবে। তোমার কর্ম এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু আর নয়, এখন তোমরা বিশ্রাম করো। পথে উত্তেজনা ও ভীতির ফলে তোমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছো।"

সত্যেন বিস্মিত হইয়া বলিল, এখবরও আপনার অবিদিত নয়! আপনি কি সর্বদ্রষ্টা?"

—"তুমিও দেখবে, সত্যেন। যোগবলে মানুষের সবকিছু আয়ত্তে আসে। তোমাদের ভেতরেও সব শক্তি সুপ্ত হয়ে আছে। তাকে তোমাদের জাগাতে হবে। আর সেই জাগানোর নামই সাধনা।"

—"আপনার কথা শুনে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। আমাদের দীক্ষিত করুন।"

—"যাও, বিশ্রাম করো। সময় হ'লে ডেকে পাঠাব।"

বিশ্রামের কাল অতিবাহিত হইল, কিন্তু বাবার নিকট হইতে কোন আহ্বানই আসিল না।

সত্যেন কহিল, "গুরুদেব কি তাহাদের ভুলিয়া গেলেন নাকি বলত, বিজু?"

বিজয় কহিল, "যিনি সর্বজ্ঞ,—তাঁর সম্বন্ধে তোমার এ অহেতুক চিন্তা কেন, সতু। সময় হয়নি বন্ধু, ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করো।"

—"ধৈর্য না হয় ধরলাম, কিন্তু এ আমরা কি সব দেখলাম বলতে পারো?

—"ঠিকই দেখেছ বন্ধু, এর মধ্যে কোনো সংশয় নেই। পূর্ব-জন্মের পরীক্ষাও তোমার সম্পূর্ণ হয়েছে।"

সত্যেন কহিল, "যদি বলি এ সম্মোহন বিদ্যা?"

—"তুমি কি তা হলে এখনও বাবার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছো?"

"না বিজয় সন্দেহ নয়। দুর্বল মন আরো প্রমাণ চায়।"

—বলো, কি প্রমাণ পেলে সন্দেহ বলতে তোমার মনে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না? এই বলিয়া বিজয় সত্যেনের দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিজয়ের মুখের দিকে চাহিতে সত্যেনের মুখখানা সহসা কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তারপর ধীর ও মৃদু কণ্ঠে বলিল, স্বয়ম্ভু বাবার কাছ থেকে এ যাবৎ আমরা যেগুলি জানতে পারলাম ওগুলোর মধ্যে নতুনের আলো কিছু দেখতে পেলাম না ভাই, বিজু।

—বলোনা সত্যেন, এর ওপর আর কোন্ সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছ? যে সত্যের সন্ধান আজও তোমায় কেউ দিতে পারলো না?

—সে কথা তোমার অজানা নেই ভাই বিজু। বলেছিতো

তোমায়, কল্পনা মৃত্যু শয্যায় শুয়ে চোখের জলের সঙ্গে আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন, ধৈর্য হারিও না। আমাকে যদিও তুমি এবেশে আর কোনদিন দেখতে পাবে না, তবে আমার স্পর্শ-হীন স্পর্শে তুমি জানতে পারবে আমি তোমার কাছ থেকে বেশী দূরে সরে নেই। তোমার কাছে কাছেই রয়েছি। তিনি যে কথাগুলো বলে গেছেন, সেগুলোকে একেবারে স্তোক বাক্য বলে উড়িয়ে দেবার নয়। আমি এইটুকু জানতে পারলেই আমার সব জানার সব সন্দেহের নিরামেশ হবে যে, তাঁর বলে যাওয়া কথা-গুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে চলেছে।

বিজয় মৃদু হাস্যমুখে কহিল, তোমার ভাই সেই একই কথা। তোমার মনের যে সন্দেহকে দূর করার জন্যে আমরা ঘরের বার হয়েছি—পুত্রগতপ্রাণা স্নেহময়ী জননীর স্নেহ শীতল ছায়াকে অবহেলে ছেড়ে এই শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতারণ্যে প্রবেশ করতে পেরেছি—তাকি সবই বৃথা হবে বলে তোমার ধারণা!

সত্যেন ম্লান হাস্যমুখে বলিল, দয়াময় মদনমোহনই জানেন ভাই, কি তাঁর মনের ইচ্ছা। কি ইচ্ছা পূরণের জন্যে তিনি আমাদের এতদূর টেনে এনেছেন।

—দয়াময় মদনমোহন কারও অমঙ্গল তিনি করেন না। আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু পৌঁছে দিয়ে তিনি ক্ষান্ত নন্—সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎও তিনি করিয়ে দিয়েছেন। এর পরও আর কি সন্দেহ দোলায় দুলতে তুমি চাইছো, ভাই সত্যেন।

—তুমি যা বলে বোঝাতে চাইছো, সেটুকু বোঝার মত শক্তি

আমার আছে ভাই। এটাও বুঝেছি, যে জায়গায় এসে আমরা পৌঁছেছি, আশ্রয় যিনি আমাদের দিয়েছেন, একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব হবে আমাদের মনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, প্রকৃত সত্যের পথ প্রদর্শন করা।

—মনটাকে যখন এতটা সন্দেহযুক্ত করেছো, তখন আর একটু অপেক্ষা করো ভাই, সেই পরম পুরুষের নির্ধারিত সময়ের জন্যে। অকারণ অর্থহীন চিন্তায় নিজের মনকে দুর্বল করার চেষ্টা করো না। এই বলিয়া বিজয় সত্যেনের সম্মতির জন্য তার মুখের দিকে সহজ সরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সত্যেন যেন সত্যের পথ দেখিতে পাইয়াছে এইরূপ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বলিল, তবে তাই হোক ভাই, সতু। নিরর্থক চিন্তা করে মনকে আর কলুষিত করব না। তার চেয়ে স্বয়ম্ভু বাবার আশ্রমের সৌন্দর্যটা একটু ঘুরে দেখে আসা যাক।

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই সত্যেন ও বিজয় আশ্রমের বাহিরে আসিল। কিন্তু বাহিরে আসিতেই তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল, বাবা স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। সত্যেন ও বিজয় উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

বাবা বলিলেন, "তোমরা এ ভাবে রাত্রে আশ্রমের বাইরে আর কখনও এসো না। পাহাড়িয়া-জঙ্গল, হিংস্র-জন্তু সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

বিজয় হাসিয়া কহিল, "আমরা আপনার আশ্রয়ে আছি—আমাদের ভয় কি!"

স্বয়ম্ভুবাবা ইহার উত্তরে তাহাদের আর কিছুই বলিলেন না,

শুধু মাত্র কমণ্ডুলু হইতে জল লইয়া তাহাদের মস্তকে ছিটাইয়া দিলেন।

সত্যেন কহিল, "আমি খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছি বাবা!"

—"ব্যাকুল না হলে কি পাওয়া যায় বাবা! আরো ব্যাকুলতা চাই তবে তো পাবে।"

স্বয়ম্ভুবাবা চলিয়া গেলেন। তাহারা নূতন শক্তি লইয়া আশ্রমে ফিরিল।

সত্যেন বলিল, "মাকে কোন চিঠিপত্র দেওয়া হলো না—মা হয়ত ভেবে ভেবে মরেই গেলো!"

বিজয় যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইল। সে এতক্ষণ সব ভুলিয়া গিয়াছিল—তাহার মা বোন—সকলের চাইতে সত্যেনের মা, যিনি তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছেন। বিজয় কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না, এই আত্মবিস্মৃতি তাহার কি করিয়া সম্ভব হইল! সে দিল্লী হইতেও তাঁহাদের পত্র দিয়াছে। কিন্তু এখানে আসার পর এই আশ্রমই যেন তাহাদের সব কিছু ভুলাইয়া দিয়াছে!

বিজয় বলিল, "বাবাকে বলতে হবে, তুই বুড়ির ভার যেন তিনি নেন।"

সত্যেন হাসিয়া কহিল, "তার আর বাবা কি করবেন বলত?

বিজয়ও হাসিল। পরে বলিল, "বুড়ি দুটোকে ভুলিয়ে রাখবেন।"

সন্ধ্যার পর বিজয় সেই কথাই উত্থাপন করিল। বলিল, "আমাদের মা কোন খবর না পেয়ে হয়ত কাঁদছেন, তাঁদের নিশ্চিন্ত করুন বাবা।"

বাবা বলিলেন, "তোরা তাদের জন্যে মিছে ভাবছিস—তোদের মা ঘুরে ঘুরে তীর্থ-দর্শন ক'রে বেড়াচ্ছেন। খুব আনন্দে আছেন।"

সত্যেন ও বিজয় অতিমাত্রায় অবাক হইয়া ভাবিল, "এও কি সম্ভব!"

বাবা বলিলেন. "সম্ভব রে সম্ভব।" বাবা যেন তাহাদের মনের কথা টানিয়া বাহির করিলেন। বাবা আবার বলিতে লাগিলেন, "তোদের টেলিভিসনে যদি সব কিছুকে দেখা সম্ভব হয়, তবে যোগবলে তা দেখা যাবে না কেন? বরং আরো ভালো করে দেখা যাবে।—দেখবি? আয় আমাকে তোরা স্পর্শ করে বোস।"

সত্যেন ও বিজয় তাঁহার নির্দেশমত বসিল। একি বিস্ময়! সারা পৃথিবী যেন তাহাদের ক্ষুদ্র দু'টি চোখে ধরা দিয়াছে? বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর প্রাঙ্গণে তাহারা তাহাদের মাকে প্রত্যক্ষ করিল।

"আর সংশয় নয়, দ্বিধা নয়—আমাদের অনুগ্রহ করুন প্রভু।" এই বলিয়া তাহারা স্বয়ম্ভূবাবার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। ।

বাবা তাহাদের মাথায় হাত রাখিলেন। মনে হইল, সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। উহারা অনুভব করিল সর্বশরীরে মত্ত হস্তীর বল! এত আনন্দ, এত বল তাহাদের ছিল কোথায়?

বিজয় বলিল, "আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন বাবা—আমি আর ফিরে যাব না।"

বাবা হাসিলেন। বলিলেন, "কর্ম না করলে কি মুক্তি হয় রে পাগলা! তোর ভোগ ক্ষয় হয়ে এসেছে।"

বিজয় ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের দীক্ষিত করে দেবেন তো বাবা?"

—প্রতীক্ষাই তো তপস্যা। দীক্ষা হলেই তো সব হয়ে গেলো।"

—বলুন, এবার প্রতীক্ষার দ্বারা তপস্যার তীর্থভূমে পৌঁছতে আর কত অপেক্ষা করবো প্রভু!

—বলেছি তো, ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে মুক্তির সাধনাকে পশ্চাতে টানার চেষ্টা করাই হলো তপস্যার অপমৃত্যু।

—আরো ধৈর্য! আরো প্রতীক্ষা! তবে আমাদের দীক্ষা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরো ধৈর্য আরো প্রতীক্ষা ব্যতিরিকে তোমাদের দীক্ষা গ্রহণে অধিকার নেই। বাহ্যিক আবরণে ধৈর্যকে সম্বরণ করা আর অনুভূতিহীন হয়ে নিজেকে অর্পন করা এ দুটো আলাদা বস্তু বৎস! ধৈর্যের দ্বারা নিজেকে শবে পরিণত করতে হবে—তবে তো পাবে শিবার সন্ধান!

নিজের শশঙ্ক ভাবকে যথাসম্ভব গোপন করিয়া বিজয় বলিল, —কিন্তু···

বাধা দিয়ে স্বয়ম্ভু বাবা বলিলেন, এর মধ্যে কিন্তু নেই বাবা, দরকার শুধু একাগ্র সাধনার আর অখণ্ড মনোবলের। আমার এই রূঢ় ভাষণে যদি তোমাদের মনোবলকে হারিয়ে ফেলো, তাহলে নিজেদের অনেক নীচে নামিয়ে ফেলবে। আবার তাকে ঊর্ধ্বগামী করতে বহু যুগব্যাপী কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। মন ক্ষত বিক্ষত হবে, অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হবে। যাও ধৈর্য ধরে আমার আদেশ পালন করো, দেখবে তোমাদের জীবনরবি

নতুন রূপে তোমাদের ভাগ্যাকাশে উদয় হবে। তারই উজ্জ্বল প্রভায় ঘটবে তোমাদের মুক্তি স্নান।

এমন সময় তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল, এক ব্যাঘ্র-মাতা তাহার শিশু-শাবককে মুখে লইয়া এক লম্ফে স্বয়ম্ভূবাবার পদ-প্রান্তে উপস্থিত হইল। সত্যেন ও বিজয় ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাবা তাহাদের আশ্বস্ত করিলেন। পরে ব্যাঘ্র-মাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিরে শিকারে যাবি বুঝি? তা যাবি যা'না। বাচ্চার জন্যে ভাবনা কি—তোর না ফেরা পর্যন্ত ও আশ্রমেই থাক।"

মনে হইল, ব্যাঘ্রমাতা নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার বাচ্চাকে আশ্রমে রাখিয়া আবার এক লাফ দিয়া আশ্রমের বাহিরে গেল।

সত্যেনের চোখে ইহাও এক বিস্ময়! কোন্ শক্তিবলে বনের পশু মানুষকে এতখানি বিশ্বাস করতে পারে? তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই—বাবাকে সে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল। এ কোন্ শক্তি?

বাবা উত্তর দিলেন, "মনে-প্রাণে অহিংস হলে ওরাও হিংসা ত্যাগ করে। যোগের প্রথম কথাই হ'লো সত্য ও অহিংসা। তোকে অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আসতে হবে। চারিদিকে ঐশ্বর্য—প্রলোভন তো কম নয়, সেই বাসনাকে জয় করতে হবে। মন চঞ্চল। এই মনকে নাশ করতে হবে। মন নাশ হলেই তো হয়ে গেলো। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা, সেইদিন তোমাদের দীক্ষা দেবো।"

সত্যেন কহিল, "কিন্তু গুরুদেব, আমার যে একটি বাসনা

আছে—আমার স্বর্গগতা স্ত্রীরও সেই ইচ্ছা ছিলো, আমরা উভয়ে দীক্ষিত হবো।”

গুরুদেব বলিলেন, ‘তা’ হয় না বৎস, তুমি ও-বাসনা ত্যাগ করো।”

—“একি সম্ভব নয় গুরুদেব ?”

—“সম্ভব হবে না কেন ? যোগবলে সকলই সম্ভব।”

সত্যেন আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেল তারপর বলিল, “তবে দয়া করুন, আমাকে সংকল্পভ্রষ্ট করবেন না ?”

স্বয়ম্ভুবাবা মৃদু হাস্য করিলেন। বলিলেন, “বেশ, তাই হবে। এ কয়দিন তোমরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করবে।”

—“তাই হবে গুরুদেব।” বলিয়া তাহারা আবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

বিজয় কহিল, “প্রভু একটি বিষয় জানবার জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।”

স্বয়ম্ভুবাবা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন।

বিজয় কহিল, “জন্মান্তরবাদের মূল তত্ত্ব কি ?”

প্রভু সহাস্যে কহিলেন, “কেউ কি মরে রে ? আত্মা অমর। মরে দেহটা। নতুন নতুন আধারে সেই একই আত্মা ঘুরে-ফিরে আসে। কোন কাজই নতুন নয়—আমাদেরই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে ঘুরে ঘুরে আসছি।”

বাহিরে একদল শিকারি গোলমাল করিতে করিতে আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হইল।

বাবা তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাহারা যাহা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই : একটি ব্যাঘ্র-শাবককে ধরিবার জন্য তাহারা বহুদূর হইতে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে—তাহারা স্পষ্ট দেখিয়াছে তাহার মাতা শাবকটিকে লইয়া এই আশ্রমে ঢুকিয়াছে।

স্বয়ম্ভূবাবা বলিলেন, "তোমরা ঠিকই দেখছো, সে শাবক আমার আশ্রয়েই আছে—তার মা আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছ।"

তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "তার মা আপনার কাছে গচ্ছিত রেখেছে ?"

"—হাঁ। কেন এমন হয় বলতে পারো ? সেই একই বন্য-জন্তু একের ভয়ে অপরের কাছে তার সন্তানকে নিশ্চিন্ত হয়ে কেন রেখে যায় ? জানে, আমার কাছ থেকে তার কোনো ভয় নেই। এই নির্ভরতা তাদের আসে কোত্থেকে ? এর মধ্যে মন্ত্র নেই, তন্ত্র নেই, কোন তুক্‌তাকও নেই। তুমি হিংসা ক'রো না - সেও করবে না।"

তাহারা চলিয়া গেলে স্বয়ম্ভূবাবা গাত্রোত্থান করিলেন।

*

* *

দেখিতে দেখিতে বৈশাখী পূর্ণিমার মধ্যবর্তী দিন কয়টি অতিবাহিত হইয়া গেল।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অতি প্রত্যূষে বাবা তাহাদের আহ্বান করিয়াছেন। তাহারা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

স্বয়ম্ভুবাবা চক্ষু উন্মীলন করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "বিজয় তুমি এখন যে কোন এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করো—সময় হলে তোমাকে ডাকব।"

বিজয় প্রতি উত্তর না করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

স্বয়ম্ভুবাবা বলিলেন, এই যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে উপবেশন করো সত্যেন।

সত্যেন যথানির্দিষ্ট আসনে বসিতে গিয়া দেখিল, তাহার পার্শ্বে আর একটি আসন পাতা রহিয়াছে। সে আসনে কেহ নাই—সে আসন শূন্য।

স্বয়ম্ভূবাবা মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। একইভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, এবার যা বলি, তোমরাও সেই মন্ত্র একই সঙ্গে উচ্চারণ করো!"

"তোমরাও!" সত্যেনের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সহসা তাহার দৃষ্টি বামদিকের আসনের প্রতি আকৃষ্ট হইল, যাহা

দেখিল তাহাতে তাহার হৃদস্পন্দন প্রায় থামিবার উপক্রম করিল! দেখিল, তাহারই পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে রূপলাবণ্যময়ী তরুণী পত্নী কল্পনা—সেই ফুলশয্যা রাত্রের নববধূ! দেখিল স্থির নেত্রে হাস্যমুখে সে তাহার পাশে আপন মাধুর্য বজায় রাখিয়া বসিয়া আছে।

সত্যেন অপলক হইয়া মৃত পত্নীর নিটোল স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের দিকে চাহিয়া রহিল!

স্বয়ম্ভুবাবা গর্জন করিয়া উঠিলেন। কহিলেন মন্ত্রোচ্চারণ কর!

সত্যেন চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে স্বয়ম্ভুবাবা কহিলেন, "সত্যেন, এবার দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করো!" এই বলিয়া তিনি সত্যেনের ও কল্পনার কানে কানে অতি ধীর কণ্ঠে তিনবার দীক্ষা মন্ত্র দান করিলেন।

দীক্ষান্তে তাহারা উভয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করিল। কিন্তু প্রণামান্তে সত্যেন আর তাহার প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না তাহার আসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। শূন্য আসনের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

স্বয়ম্ভুবাবা শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "সম্বিত হারিও না—উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত!"

সত্যেনের বিহ্বলতা কাটিয়া গেল। সে দেখিল, সেই পুরাতন পৃথিবী আজ তাহার কাছে নূতন হইয়া দেখা দিয়াছে।

সমাপ্ত